মিনায় হজযাত্রীদের জন্য আবাসন করছে সৌদি আরব

সারে-জমিন

লরিতে পিষ্ট শিশুকন্যা, রাস্তা অবরোধ ও বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

আমেরিকা না রাশিয়া, কোন দিকে যাবে তুরস্ক

সম্পাদকীয়

শীতে পড়তেই সুন্দরবনে পরিযায়ী পাখির ঢল

সাধারণ

টেস্টে পাঁচ উইকেটে ‘৫০০’ রাবাদার, লড়ছেন একা রাহুল

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
২৭ ডিসেম্বর, ২০২৩
১০ পৌষ ১৪৩০
১৩ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 349 ■ Daily APONZONE ■ 27 December 2023 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

৩.৫ লক্ষ চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক স্থায়ী হচ্ছে বিহারে

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার বিহার মন্ত্রিসভা রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করা প্রায় ৩.৫ লক্ষ চুক্তিভিত্তিক শিক্ষককে সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করা এই চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দিয়ে ‘একচেটিয়া শিক্ষক’ হিসেবে গণ্য করা হবে। বিহারের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এস সিদ্ধার্থ মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের বলেন, চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা বজায় রাখার জন্য যোগ্যতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। যোগ্যতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে তাদের বেতন কাঠামো সংশোধন করা হবে।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু না হলে

গাজা-ফিলিস্তিনের মতো একই পরিণতি হবে কাশ্মীরের: ফারুক

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু না হলে গাজা-ফিলিস্তিনের মতো একই পরিণতি হবে জম্মু-কাশ্মীরের, এই হুঁশিয়ারি দিলেন কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আবদুল্লাহ। মঙ্গলবার কেন্দ্রশাসিত এই অঞ্চলের রাজধানী শ্রীনগরে এ কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘দুই দেশের (ভারত-পাকিস্তান) মধ্যে বন্ধ থাকা বাক্যালাপ শুরু হওয়া জরুরি। না হলে, আল্লাহ না করুন, কাশ্মীরের ভাগ্যও হবে গাজা-ফিলিস্তিনের মতো, যেখানে ইসরায়েল বোমাবর্ষণ করেই চলেছে।’ সম্প্রতি উপদ্রুত এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুঞ্চ-রাজৌরি সেক্টরে অতর্কিত জঙ্গি হামলায় চার সেনার মৃত্যু হয়। জঙ্গিদের হাতে নিহত হয়েছেন এক মসজিদের মুয়াজ্জিনও। পুঞ্চ-রাজৌরির উপদ্রুত এলাকা সফর করেছেন ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ জেনারেল মনোজ পান্ডে। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদমাধ্যম ফারুককে প্রশ্ন করলে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ নেতা বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেই বলেছিলেন, যুদ্ধ কোনো বিকল্প নয়। সমস্যার সমাধান করতে হবে আলোচনার মাধ্যমেই। কোথায় সেই আলোচনার উদ্যোগ? নওয়াজ শরিফ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন। তাঁরা বারবার বলছেন, ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান। কিন্তু আমরা আগ্রহ দেখাচ্ছি না। কেন? কী কারণে?’

ফারুক বলেন, মনে রাখতে হবে, ভারত ও পাকিস্তান দুটোই কিন্তু পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। তাইআলোচনার মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসা করতে না পারলে হয়তো একদিন কাশ্মীরের পরিণতিও গাজা-ফিলিস্তিনের মতো হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর কথা উল্লেখ করেন কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, “অটল বিহারী বলেছিলেন, ‘আমরা বন্ধু পছন্দ করতে পারি। বদলাতে পারি। কিন্তু প্রতিবেশী বদলাতে পারব না। প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে আমরা দুই দেশই উপকৃত হব। উন্নতি করব।”

ফারুক আবদুল্লাহ রবিবারও কেন্দ্রীয় সরকারের কাশ্মীর নীতির কড়া সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার কথা শুনিয়ে ও পর্যটকদের ভিড় দেখিয়ে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা যায় না। সরকারের দাবি, ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসবাদের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেওয়া হয়েছে। চার বছর কেটে গেছে। সন্ত্রাসবাদ কিন্তু রয়েই গেছে। মূল সমস্যার গভীরে যেতে না পারলে সন্ত্রাসবাদ শেষ করা যাবে না। ফারুক আবদুল্লাহ বলেন, সবার অনুধাবন করা উচিত, সেনা কর্মকর্তা ও জওয়ানদের সঙ্গে সাধারণ মানুষেরও প্রাণ যাচ্ছে। সেনা সমাবেশের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসবাদ দমন সম্ভব নয়।

যদিও পাকিস্তান নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি এখনো অপরিবর্তিত। এই বছরের গোড়ায় প্রতিবেশী দেশের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তার জবাবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি বলেছিলেন, ভারত সবার সঙ্গেই বন্ধুত্ব চায়। কিন্তু আলোচনার জন্য পাকিস্তানকে সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ভারতের এককথা, সন্ত্রাস ও আলোচনা একসঙ্গে চলতে পারে না। অপরদিকে, কাশ্মীরের বিজেপি নেতা হিনা শফি বাট মিডিয়াকে বলেন, ‘দুর্ভাগ্যের এটাই যে এত কিছুর পরও প্রবীণ এই নেতা পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার কথা বলছেন। ফারুক সাহেবের জানা উচিত, এই সরকার কখনো পাকিস্তানের কাছে মাথা নোয়াবে না। আলোচনার দরজা আমরা বারবার খুলেছি কিন্তু ওরা প্রতিবারই পেছন থেকে ছুরি চালিয়েছে।’

নতুন দণ্ডবিধি আইন আরও কঠোর: চিদাম্বরম

আপনজন ডেস্ক: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তিনটি নতুন ফৌজদারি বিচার বিলে সম্মতি দেওয়ার পরে কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরম সোমবার বলেন নতুন ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসি) “আরও কঠোর” হয়ে উঠেছে। জোর দিয়ে বলেন, ২০২৪ সালের উত্তরসূরি সরকারকে অবশ্যই এই আইনগুলি পর্যালোচনা করতে হবে এবং “কঠোর” বিধানগুলি সরিয়ে ফেলতে হবে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস) এবং ভারতীয় শক্তি আইন (বিএসএ) এই তিনটি নতুন আইন ঔপনিবেশিক আমলের আইপিসি, ফৌজদারি কার্যবিধি (সিআরপিসি) এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইন ১৮৭২-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক্স-এ লিখেছেন, ক্রিসমাস ডে উদযাপন যখন শেষ হচ্ছে, শুনেছি রাষ্ট্রপতি তিনটি ফৌজদারি আইন বিলে সম্মতি দিয়েছেন। নতুন আইপিসি ‘আরও কঠোর’ হওয়ায় দরিদ্র ও নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষই এর ফলে ভোগান্তির শিকার হবে।

শাহের দাবিতে কুনালের কটাক্ষ

৩৫ নয়, বিজেপি ৩টে পেয়ে দেখাক বাংলায়

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা কলকাতায় এসে ১৫ জনের এক কমিটি গড়লেন রাজ্য বিজেপির জন্য। সেই কমিটিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী, সাংসদ দিলীপ ঘোষ প্রমুখ থাকলেও স্থান পাননি মিঠুন চক্রবর্তী, সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরি, স্বপন দাশগুপ্তর মতো ব্যক্তিত্ব। বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্য বিজেপির কাছে বাংলায় ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৩৫টি আসন পাওয়ার দাবি জানান।

উল্লেখ্য, একের পর এক বিজেপি সাংসদ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন গত কয়েক বছরে। তারপরও ৩৫টি আসন পাওয়া নিয়ে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ। কুনাল ঘোষ আগামী লোকসভা নির্বাচনের জন্য গঠিত বিজেপির এই কমিটিকে ‘ভরাডুবি কমিটি; বলে অভিহিত করলেন। এ বিসয়ে কুনাল বলেন, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্য থেকে বিজেপির ৩৫টি আসন পাওয়া তো দূরের কথা তিন থেকে পাঁচটি আসন পেয়ে দেখাক।

কুনাল আরও বলেন, একুশের বিধানসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহরা ডেলি প্যাসেঞ্জারের মতো সফল করেছেন। তারপরও তাদের ভরাডুবি হয়েছে। অমিত শাহরা বাংলায় যত আসবেন, ততই তৃণমূলের ফল ভাল হবে। কারণ, তারা যতবার বাংলায় আসবেন যতই বাংলার প্রতি বঞ্চনা এবং অপমানের কথা মানুষের মনে পড়বে। ফলে বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ বাড়বে আর তৃণমূলের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

বিজেপি বিরোধী জোট নিয়ে কুনাল বলেন, ‘ইন্ডিয়া’ জোট গঠিত হওয়ায় বিজেপি আশঙ্কা করছে তারা হয়তো ক্ষমতা হারাবে। তাই অমিত শাহরা ছুটে বেড়াচ্ছেন।

মারসি অ্যাকাডেমি
(মিশন)
Under The Management of Mercy Educational And Welfare Trust
ইসলামী ভাবাদর্শে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৩৪ নং জাতীয় সড়ক, দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়
পেট্রোল পাম্পের সামনে, কালীগঞ্জ, নদিয়া

২০২৪ শিক্ষাবর্ষে নার্সারী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত
হিফজ বিভাগ
বালক-বালিকা পৃথক ব্যবস্থা (আবাসিক, মহিলা হাফিজা দ্বারা মেয়েদের কুরআন হিফজ করানো হয়)
তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত আবাসিক (বালক)
ভর্তি চলছে
নার্সারী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত অনাবাসিক (বালক/বালিকা) বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি প্রাধান্য
Tarbiyah Cambridge International School
An English Medium School (CBSE Curricullam) with Arabic
ADMISSION OPEN-2024
পঃ বঃ প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদ, মধ্যশিক্ষা পর্যদের সিলেবাস অনুযায়ী পঠন-পাঠনের সঙ্গে আরবী, হিফজ, হিন্দি এবং সিবিএসই কারিকুলাম
২৪ ঘণ্টা সিসি ক্যামেরা দ্বারা নজরদারি
এলইডি টিভি এবং প্রজেক্টর
স্পোকেন ইংলিশ ও অ্যারাবিক
Play Group to Class II
আবাসিক শিক্ষক ও শিক্ষিকা চাই
বিষয়: আরবী, ইংরেজি এবং অভিজ্ঞ কুরআনে হাফিজ/হাফিজা। এছাড়াও ইসলামিক আদের্শে একজন অফিস ইনচার্জ ও গেটম্যান প্রয়োজন।
বিস্তারিত জানতে কথা বলুন:
৭৮১১৮৫৩০৬৯
Office: 7811853069 Contact: 9093969444

ইসলামিক ভাবাদর্শের মধ্যে আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
ILMA ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Uttar Khodar Bazar, Baruipur, Kol- 144

ভর্তি চলিতেছে
Class Nursery to XII (Proposed)
আমাদের বৈশিষ্ট্য
- CBSE Curriculum ● অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী।
- ইসলামিক বুনিয়াদি শিক্ষা ● বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাস রুম।
- International পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অসাধারণ ফলাফল।
- প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক ভাবে মানোন্নয়ন।
- ক্লাস 5 থেকে NEET / JEE FOUNDATION COURSE
- Spoken Arabic Course।
- Co-Curriculum Activities
- ক্লাস 5 থেকে ছাত্রীদের সম্পূর্ণ পৃথক ক্লাস রুম

অন্যান্য স্কুলের থেকে তুলনামূলক অনেক কম খরচে আপনার সন্তানকে দেশের আদর্শবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলুন।
Helpline
9231510342
8585024724
8910301695
In strategic alliance with
MS Education Academy
HYDERABAD
Website : www.ilmaschool.in / Email : ilmaschoolbaruipur@gmail.com

প্রথম নজর

গরু পাচার রুখে দিল মল্লারপুর থানার পুলিশ

আজিম শেখ ● মল্লারপুর

আপনজন: গরু পাচার মামলায় গ্রেফতার হয়েছে তৃণমূলের নেতা অনুব্রত মণ্ডল তারপরেও চলছে লাগাতর এই গরু পাচার। বেস কিছু দিন ধরে রামপুরহাট ,মল্লারপুর, নলহাটি থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে বহু গরু আটক করেছিলো। ফের গরু পাচার রুখল মল্লারপুর থানার পুলিশ। আজ ভোরে দুটি গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়ার হচ্ছিলো ৩২ টি গরু । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মল্লারপুর থানার পুলিশ গদাধরপুর এলাকা থেকে আটক করে দুটি গরু ভর্তি গাড়ি । এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করে মল্লারপুর থানা পুলিশ।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান গরু গুলি পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

কৃষক সভার ডেপুটেশন কৃষি আধিকারিককে

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: মঙ্গলবার বিকাল- ৩টায় , সারা ভারত কৃষক সভা, চন্ডীতলা-১ব্লক কমিটির উদ্যোগে সাম্প্রতিক মিগজাইম অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ধান, আলু, সবজি চাষীদের ক্ষতিপূরনের জন্য চন্ডীতলা-১ব্লকের বি, ডি, ও, এবং ব্লক কৃষি আধিকারিকের নিকট এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

এই কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথ ঘোষ, অশোক নিয়োগী, সোমনাথ ঘোষ, সন্তোষ ঘোষ সহ কৃষক সভার একাধিক ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্ব।

নির্বাচনের ভোটারদের উৎসাহিত করতে জেলাশাসকের প্রচার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: নিআগামী লোকসভা নির্বাচনের ভোট প্রচারে ভোটারদের উৎসাহিত করতে বাঁকুড়া জেলার প্রতিটি ঘরে ঘরে ছুটবে যামিনী রায়ের "ঘোটকনাথ", একটি গান লঞ্চ করলেন জেলাশাসক ।

৩৬ তম বিষ্ণুপুর মেলার পঞ্চম দিনের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়েছিলেন বাঁকুড়া জেলার জেলাশাসক সিয়াদ এন , এখানেই মেলার মঞ্চ থেকে আগামী যে নির্বাচন রয়েছে এই নির্বাচনে জেলার ভোটারদের ভোট দিতে উৎসাহিত করার জন্য একটি গান লঞ্চ করেন তিনি ।

আনুষ্ঠানিকভাবে এই গানের শুভ সূচনা হয়ে গেল জেলাশাসকের হাত ধরে , এই গানের মূল লোগো ব্যবহার করা হয়েছে বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়ের তৈরি বিখ্যাত সেই ঘোড়াকে । যেখানে এই ঘোড়ার নাম দেয়া হয়েছে "ঘোটকনাথ", এই "ঘোটকনাথ" ভোটের আগে বাঁকুড়া জেলার প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের উৎসাহিত করবে তাদের গণতন্ত্র প্রয়োগের জন্য ।

তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ধিক্কার মিছিল জলঙ্গিতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বিজেপির রাজ্য সভাপতি স্বামী বিবেকানন্দ কে অসম্মান করার প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল করেন জলঙ্গি ব্লকের উত্তর জোন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তায় মিছিল করে পথসভা করেন।

এদিনের মিছিল থেকে বিজেপি কে একাধিক ভাষায় আক্রমণ করেন। ও মিছিল থেকে স্লোগান উঠে যখন পর্যন্ত না রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভুল শিকার না করবে তখন পর্যন্ত আন্দোল চলবে। মিছিল শেষে নটিয়াল বাজারের পথসভা করেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম, ব্লক সভাপতি বিষ্ণুপদ সরকার, ব্লক যুব নেতা রাজা হুমায়ন কবির, কর্মাধ্যক্ষ বাবুলাল মন্ডল, ঘোষপাড়া ও সাদিখান দেয়ার অঞ্চলের প্রধান ফিরোজ আলী, মহাবুল ইসলাম সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি সহ কর্মীসমর্থকরা।

লরির চাকায় পিষ্ট চার বছরের শিশু কন্যা, রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ১৬ চাকা লরিতে পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক চার বছরের শিশু কন্যার।রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর।মর্মান্তিক ঘটনায় বাড়ির ছোট সন্তানকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন দিনমজুর বাবা-মা।ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার

সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা-কুশিদা গামী রাজ্য সড়কে মারাডাঙ্গী গ্রামে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,মৃত ওই শিশুর নাম মরিয়ম নেশা(৪)।এদিন দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।তবে ঘটনার পর থেকে চালক পলাতক রয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এদিন সকালে ওই শিশুটি বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল।এমন সময় কুশিদার দিক থেকে বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা একটি ১৬ চাকা লরি রাস্তার ভুল দিকে গিয়ে শিশুটিকে ধাক্কা মেরে পিসে দেয়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরেই গ্রামবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে অবরোধ করে।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ছুটে আসলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাকার বাসিন্দারা।ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।এই রাজ্য সড়কে ঝাড়খণ্ড ও বিহার থেকে আসা লরির বেপরোয়া গতিকে দায়ী করছেন এলাকার বাসিন্দারা।বাবা শাহেনশাহ আলী জানান,বেপরোয়া লরির দাপটে আজকে আমি মেয়েকে হারালাম।পুলিশ প্রশাসন এই রাস্তার উপর লরির দাপট নিয়ন্ত্রণে না আনলে আরো কত প্রাণ অকালে চলে যাবে।হরিশ্চন্দ্রপুর থানার জানান,ওই ঘাতক লরিটি ঝাড়খণ্ডের।লরিটি কে আটক করেছে পুলিশ।

দক্ষিণ দিনাজপুরের ব্লকে ব্লকে ধিক্কার মিছিল যুব তৃণমূলের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বাংলার মনীষীদের নিয়ে লাগাতার অপমানজনক কার্যকলাপের প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস কমিটির ডাকে সারা রাজ্যের সাথে জেলার প্রতিটি ব্লক ও শহর এলাকায় প্রতিবাদ মিছিলের মাধ্যমে ধিক্কার প্রদর্শিত করা হয় মঙ্গলবার। এদিন সরে জমিনে গিয়ে লক্ষ্য করা গেল বালুরঘাটে হিলি মোড় থেকে এটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। ফুটবল খেলতে খেলতে অভিনব এই প্রতিবাদ মিছিলটি করে যুব তৃণমূল কংগ্রেস। যেখানে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অম্বরিশ সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ সভাপতি সুভাষ চাকিকে মিছিলের সামনে ফুটবল খেলতে দেখা যায়। অন্যদিকে, কুমারগঞ্জেও একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ। যেখানে উপস্থিত ছিলেন কুমারগঞ্জের বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তোরাফ হোসেন মন্ডল সহ আরো অনেকে। এ বিষয়ে জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অম্বরিশ সরকার জানান, ' স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন গীতা পাঠের থেকে যুবকদের ফুটবল খেলা বেশি জরুরি। বিবেকানন্দের সেই বাণীর যথাযথ মর্মার্থ অনুধাবন না করেই যে বিরূপ মন্তব্য করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার তাতে বাঙালি সমাজকে তিনি অপমানিত করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দকে অপমান করেছেন। এবং এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমরা দেখেছি বিজেপি দলের তরফে বিভিন্ন সময় কখনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনো বিদ্যাসাগর কখনো নেতাজি কে নানা সময়ে এই ধরনের অপমান সূচক মন্তব্য করতে লক্ষ্য করা গেছে। তারই প্রতিবাদে সুকান্ত মজুমদার যাতে নিঃস্বার্থভাবে ক্ষমা চান সেজন্যই আমরা আজ এই প্রতিবাদ মিছিল বের করেছি।'

'বিবেকানন্দ' ইস্যু নিয়ে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: 'বিবেকানন্দ' প্রসঙ্গে সুকান্তের মন্তব্য ইস্যুতে হাওড়া সদরেও প্রতি ব্লকে প্রতিবাদ মিছিল হলো তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে। গত ২৪ ডিসেম্বর কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ান রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। গীতাপাঠের থেকে ফুটবল খেলা বেশি ভালো যাঁরা বলেন তাঁরা বামপন্থী প্রোডাক্ট বলে কটাক্ষ করেন সুকান্ত। আর এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে রাজ্য জুড়ে মঙ্গলবার পথে নামে তৃণমূল। এদিন হাওড়া সদরেও প্রতি ব্লকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রতিবাদ মিছিল কর্মসূচি নেওয়া হয়। এদিন বিকেলে হাওড়ার লিলুয়া বড়ো গেট থেকে বেলুড় মঠ পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল হয়। ওই মিছিলের আয়োজন করে হাওড়া সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেস এবং বালি কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেস।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হস্তশিল্প মেলা বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মঙ্গলবার বিকাল ৪ টার সময় বোলপুর থানার অন্তর্গত শিবপুরে বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজরে আজ অনুষ্ঠীত হলো হস্ত শিল্প মেলা।এই হস্ত শিল্প মেলা চলবে ৮ ই জানুয়ারী পর্যন্ত।এই হস্ত শিল্প মেলাতে ছোট ছোট শিল্পীরা নিজের হাতে তৈরী করা জিনিস সাজিয়ে বসেছেন এবং হস্ত শিল্প মেলাতে বিক্রয় করছেন। এই মেলাতে বিভিন্ন জেলার হস্তশিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছেন। আজ এই হস্ত শিল্প মেলা প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে এই হস্ত শিল্প মেলা শুভ সুচনা করলেন। আজ এই হস্ত শিল্প মেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা এছাড়া আরোও ছিলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ, অতিরিক্ত জেলাশাসক বিশ্বজিৎ মোদক অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ।

প্রয়াত 'শব্দের ঝংকার' সম্পাদক

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: শব্দের ঝংকার পত্রিকার সম্পাদক কবি সূনীল মুখোপাধ্যায় সন্ধ্যা ৬টায় হঠাৎ প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর । অবিবাহিত সুনীল বাবু রেখে গেছেন দুই বোন,ভাই সহ পরিবারের সদস্যদের। শারীরিক দুর্বল কবি কবিতা,সাহিত্য ও পত্রিকা নিয়ে দীর্ঘদিন প্রকাশনা করেছেন।নবীন কবিদের কাছে তিনি ছিলেন পরম অভিভাবক।লিটল ম্যাগাজিন জগতের প্রশিদধ কবি সুনীলের গুনমুগ্ধ শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল হাজার হাজার সাহিত্য প্রেমীমানুষ। জীবনে তিনি বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। সাহায্য করেছেন শখানেক সাময়িক পত্র পত্রিকাকে। বুধবার পত্রিকা দপ্তরে তার দেহ শায়িত থাকবে।

অবশেষে স্বস্তি বনদপ্তরের চেষ্টায় লোকালয় থেকে জঙ্গলে ফিরল বাঘ

নকীবউদ্দিন গাজী ● পাথরপ্রতিমা

আপনজন: শীতের মরশুম শুরু হতেই সুন্দরবনের একাধিকবার লোকালয়ে চলে আসছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা তে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গ্রামবাসীরা। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমার শ্রীধরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপেন্দ্রনগর এলাকার নদীর চরে বাঘের পায়ের ছাপ মেলে। নদীর চরে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায় রাতে বাঘের হুংকার।

পাথরপ্রতিমা বিভিন্ন এলাকায় জঙ্গলে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পায় গ্রামবাসীরা। কখনো শ্রীধর নগর কখনো বা সিতারামপুর আবার ইন্দ্রপুর রাখালপুর সহ একাধিক জায়গায় বাঘের পায়ের ছাপ মিলেছে। রবিবার উপেন্দ্রনগরে ঠাকুরান নদীর চরে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পাই গ্রামবাসীরা। এরপর বাঘের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা গ্রামে তড়িঘড়ি খবর দেয়া হয় বনদপ্তর কে।

তড়িঘড়ি লোকালয়ে বাঘ ঢুকে পড়ার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় বন বিভাগের কর্মীরা। বাঘের আতঙ্কে গোটা গ্রাম জেগে থাকে রাত ভোর জালানো হয় মশাল। এমনকি সকাল থেকেই গ্রামবাসীরা লাঠি হাতে জঙ্গলে বাঘ খোঁজার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। বনবিভাগ এর পক্ষ থেকে গোটা এলাকা জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা কাজ চালায় বন কর্মীরা। বাঘটি সুন্দরবনের ঠাকুরান নদীর লাগোয়া জঙ্গল থেকে নদী পেরিয়ে পাথর প্রতিমা উপেন্দ্র নগর গ্রামে লোকালয়ের জঙ্গলে ঢুকেছে। সোমবার সকাল থেকে বনকর্মীরা বাঘের পায়ের ছাপ দেখে , বাঘটিকে খোঁজার চেষ্টা চালায় বলকর্মীরা ও গ্রামবাসীরা। দিন ভোর রাতভর তল্লাশি এবং পাহারা দেয়,বাঘের ডাকও শুনতে পায় স্থানীয়রা , যুবকরা হাতের লাথি বাঁস নিয়ে পাহাড়া দিতে থাকে ।

যতক্ষণ না বাঘ ধরা পড়ছে কারও চোখে ঘুম আসবে না স্থানীয় গ্রামবাসীদের। মঙ্গলবার সকাল থেকে গোটা এলাকা জুড়ে জাল দিয়ে মুড়ে ফেলে বন কর্মীরা ছাগলের দিয়ে বসানো হয় দুটি লোহার খাঁচা।

অবশেষে বন কর্মীদের গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় বেলা তিনটি নাগাদ জঙ্গলে ফিরে যায় দক্ষিণ রাই । এ বিষয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বনদপ্তরের মুখ্য আধিকারিক মিলনকান্তি মন্ডল বলেন, বেশ কয়েকদিন ধরে পাথরপ্রতিমা বিভিন্ন জায়গায় বাঘের পায়ের চাপ দেখা যাচ্ছিল। মঙ্গলবার সকালে বেশ কিছু জায়গায় বাঘের পায়ের ছাপ দেখা যায় এরপর বন কর্মীরা গোটা এলাকায় ঘিরে ফেলে। এরপর বনকর্মীদের সামনে দেখা দেয় সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এরপর বন কর্মীরা বাঘটির পিছু ধাওয়া করতে শুরু করে, এরপর ধোনচি জঙ্গলে বাঘটি পুনরায় ফিরে যায়। জঙ্গলের মধ্যে বাঘ ফিরে যাওয়াই খুশি গ্রাম বাসীরা।

ডায়মন্ড হারবারে প্রতিবাদ মিছিল

নকীবউদ্দিন গাজী ও বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। একদিকে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদারের নেতৃত্বে ডায়মন্ড হারবার স্টেশন বাজার থেকে জেটিঘাট পর্যন্ত একটি বিক্ষোভ মিছিল করা এদিনের এই বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন হয়। এই দিনের এই বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিল ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রণব কুমার দাস, উপস্থিত ছিল ডায়মন্ড আবার পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রাজশ্রী দাস, ডায়মন্ড হারবার টাউন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন তরফদার সহ একাধিক ওয়ার্ডের কাউন্সিলরেরা। অন্যদিকে ডায়মন্ডহারবার দু'নম্বর ব্লকে ডায়মন্ড হারবার অবজারভার শামীম আহমেদের নেতৃত্বে নারায়ন তলা থেকে সরিষা মোড় পর্যন্ত একটি বিক্ষোভ মিছিল করা হয় উপস্থিত ছিল ডায়মন্ডহারবার দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরুময় গায়েন, ডায়মন্ড হারবার দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি মাহবুবার রহমান গায়েন সহ প্রমুখ।

মমতা আসবেন, সেজে উঠেছে চাকলা

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার চাকলার লোকনাথ মন্দিরের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ভক্ত সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসার কথা থাকলেও তিনি আসতে পারেননি। এক গুচ্ছ কর্মসূচিকে সামনে রেখে ২৮ ডিসেম্বর চাকলায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত শনিবার মধ্যমগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, কর্মাধ্যক্ষ সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বের উপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদমাধ্যমের সামনে নেতৃত্বরা বলেন আগামী ২৮ ডিসেম্বর একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসন সবরকমের বন্দোবস্ত সেরে রেখেছে।বলাবাহুল্য, চাকলা মন্দিরের পাশে হেলিপ্যাডে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে নেমে তিনি চাকলা মন্দিরে আসবেন। চাকলা মন্দিরে প্রবেশ করবেন, পুজো দেবেন। তারপর বিশেষ আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারের তরফে মন্দিরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মঙ্গলবার দেগঙ্গার চাকলাধাম পরিদর্শন করেনরাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ,দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু,সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, জেলাশাসক শরদকুমার দ্বিবেদী, বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখার্জি, অতিরিক্ত জেলাশাসক সামিউল আলম, অতিরিক্ত জেলাশাসক দিব্যা লোগানাথন, বারাসাত (সদর) মহকুমা শাসক সোমা সাউ, বিধায়ক হাজী নুরুল ইসলাম, বিধায়ক রহিমা মন্ডল, জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ প্রমুখ।

বড়দিনে শীতের রাতে মানবতার শীতবস্ত্র উপহার অসহায়দের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ২৫ শে ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে অপূর্ব সব চোখ বাঁধানো আলোর রোশনাই এ সেজে উঠেছিল শহর কলকাতা,আর পাঁচটা উৎসব এর মতোই। হাজারো মানুষ মেতেছিলো উৎসবে গা ভাসাতে। খরচও করে সবাই দেদার টাকা উৎসবের এই বিশেষ দিনগুলোতে। অগণিত মানুষের এই উৎসব উদযাপনের মাঝেও রাস্তার পাশে থাকা অসহায়, মানসিক ভারসাম্যহীন, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন কিছু মা-বাবা, ভাই-বোনকে উপেক্ষা করে চলে যায় হাজার হাজার মানুষ। ফিরেও তাকায় না কেউ তাদের দিক। এই বিশেষ দিনে এইসব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আনন্দকে তাদের সাথে ভাগ করে নিতে এগিয়ে এলো সমাজসেবামূলক সংস্থা 'মানবতা'।মানবতা এদিন বড়দিনের উপহার হিসেবে অসহায়দের হাতে তুলে দেয়,প্রত্যেককে একটি করে কম্বল ও এক প্যাকেট করে বিরিয়ানি। মানবতার এই উপহার অসহায়রা মহানন্দে গ্রহণ করে ও প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন। যাদের উপহার দেওয়া হয় তাদের মধ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ মা,বাবা,মানসিক ভারসাম্যহীন যেমন ছিলো তেমন অসহায় বাচ্চারাও ছিল।

মানবতার এদিনের কর্মসূচী কলকাতার পার্ক স্ট্রিট ধর্মতলা চত্বরে সম্পাদন করা হয়। উপস্থিত ছিল মানবতার সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলি পিয়াদা, এস এস কে এম এর ডাক্তার জাফরিয়াব পিয়াদা,এস এস কে এম এর এম বি বি এস পাঠরত ছাত্র দেবমাল্য চানক, অরীদ্র বসাক ও আশিফ ইজাজ সরকার , রেডিওলজি টেকনিশিয়ান আরিফ বিল্লাহ, আব্দুস সালাম সহ অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মানবতা নামক সমাজসেবামূলক সংস্থার পথচলা শুরু হয়েছিলো শিক্ষা স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক দায়বদ্ধ হওয়ার কথা মাথায় রেখে।

প্রথম নজর

২০২৪ সালের হজের নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু করল সৌদি

আপনজন ডেস্ক: বিদেশিদের জন্য পবিত্র হজের নতুন মৌসুম–২০২৪ সালের নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু করেছে সৌদি আরব। সোমবার (২৫ ডিসেম্বর) দেশটির আন্তর্জাতিক যোগাযোগ কেন্দ্র (সিআইসি) এই তথ্য প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি বলেছে, 'বিশ্বের সকল মুসল্লিরা তাদের পরিবারসহ এখন নুসুক অ্যাপের মাধ্যমে ১৪৪৫/২০২৪ সালের হজের নিবন্ধন করতে পারবেন।'

হজের জন্য এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং ওশেনিয়া অঞ্চলের মানুষ নুসুক হজ অ্যাপসের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে hajj.nusuk.sa এই ওয়েবসাইটে।

নুসুক অ্যাপে হজের যাবতীয় সবকিছু রয়েছে। এটি পরিচালনা করে সৌদির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়। এই অ্যাপে হজ পালনে আগ্রহী সাধারণ মানুষ বিভিন্ন প্যাকেজ পাবেন। যেগুলো প্রদান করবে নির্দিষ্ট সেবা প্রদানকারী সংস্থা। যারা হজে পালনে আগ্রহী তাদের নুসুক অ্যাপে নিজের নামে একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। এতে ব্যবহার করতে হবে ইমেইল এড্রেস। এরপর নিজ দেশ সিলেক্ট করতে হবে। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম হলো হজ। নামাজ ও রোজার মতো হজও বিধি ও বিধান মেনে পালন করতে হয়। এদিকে করোনা মহামারি পরবর্তী সময়ে ২০২৩ সালে প্রথমবারের মতো কোনো বাধা ও স্বাস্থ্যগত নিয়ম-নীতি ছাড়া হজ অনুষ্ঠিত হয়। করোনা হানা দেওয়ার পর টানা তিন বছর নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষকে হজ পালনের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু গত বছর সব কিছু উঠিয়ে নেয়া হয়।

বড়দিনেও বেথেলহেমে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা

আপনজন ডেস্ক: বড়দিনেও বেথেলহেমে গাজায় বর্বর হামলায় শতাধিক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। শনিবার থেকেই গাজায় অবস্থিত ফিলিস্তিনের শরণার্থী শিবিরগুলোতে হামলা শুরু করে ইসরায়েল। সেই হামলা চলতে থাকে সোমবারও।

জানা গেছে, বড়দিনে যিশু খ্রিষ্টের জন্মস্থান ফিলিস্তিনের বেথেলহেমে যখন শোকে নিস্তব্ধ তখন অপর প্রান্ত গাজায় হত্যার তাণ্ডব থামায়নি ইসরায়েল। নৃশংস হামলায় সোমবার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় শতাধিক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়।

আল-মাঘাজি শরণার্থী শিবির লক্ষ্য করে হামলাতেই নিহত হয় নারী-শিশুসহ অন্তত ৭০ জন। অনবরত হামলা চালিয়ে বাধা দেয়া হয় আহতদের হাসপাতালে নেয়ার প্রক্রিয়ায়। পশ্চিম তীরে জেনিন, রামাল্লা, নাবলুস ও তুলকারেমেও ঘরে ঘরে তল্লাশি, গ্রেফতার ও হত্যাকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি সেনারা। হামাসের সামরিক শাখা কাসাম ব্রিগেডের শীর্ষ নেতা আবু ওবেইদার দাবি, পাল্টা প্রতিরোধে চারদিনে নিহত হয়েছে ইসরায়েলের অন্তত ৪৮ সেনা। উত্তর গাজায় হামাসের সুড়ঙ্গে অন্তত পাঁচজন জিম্মির লাশ পাওয়ার দাবি করেছে ইসরায়েলের সেনা সদর। এরমধ্যে তিনজন সেনা ও দুইজন বেসামরিক মানুষ। এদিকে, বড়দিন উপলক্ষে ভ্যাটিকান সিটিতে প্রার্থনা সভায় দেয়া বক্তব্যে ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস গাজায় চলমান নৃশংসতায় আক্ষেপ জানিয়েছেন। বেথলেহেমের জন্য দু:খ প্রকাশ করে বলেন, অনর্থক যুদ্ধ ও সহিংসতায় শান্তি উপেক্ষিত হচ্ছে।

মিনায় হজযাত্রীদের জন্য আবাসন করছে সৌদি আরব

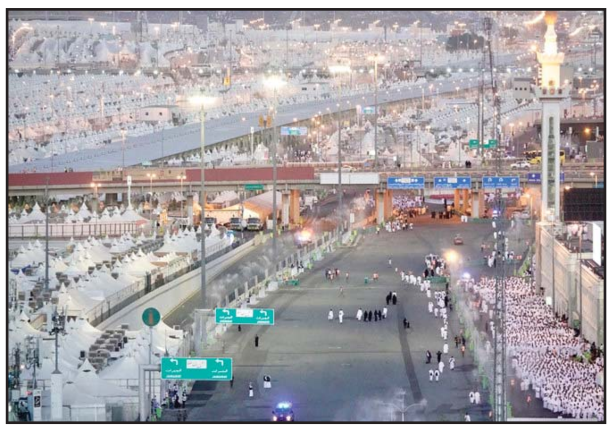

আপনজন ডেস্ক: হজযাত্রীদের আবাসন সুবিধা বাড়াতে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সৌদি আরব। এরই অংশ হিসেবে মিনায় নতুন ১২ টি আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। আসন্ন হজের আগেই এসবের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হতে বলে আশা প্রকাশ করেন সৌদি আরবের জাতীয় কমিটির উপদেষ্টা সাদ আল-কুরাশি। খবর গালফ নিউজের। আল-কুরাশি বলেন, 'আগামী বছর পবিত্র হজ শুরুর আগেই ভবনগুলোর নির্মাণকাজ শেষ হবে। এসব ভবন পুরোপুরি হজযাত্রীদের জন্য পরিচালিত হবে।' তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন দেশের হজযাত্রীরা আসন্ন হজের নিবন্ধন শুরু করেছেন। হজের ক্ষেত্রে প্রাথমিক নিবন্ধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে হজযাত্রীদের পছন্দের হোটেল ও ক্যাম্প বুকিং দেওয়া সহজ হয়। এরই মধ্যে হজযাত্রীদের আবাসন হিসেবে ১৬৬টি ভবনকে লাইসেন্স দিয়েছে মক্কার হজ হাউসিং কমিটি। উল্লেখ্য, মক্কার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত একটি উপত্যকা মিনা। এখানে সব হাজি জিলহজ মাসের ৮, ১১, ১২ তারিখে অবস্থান করেন। শয়তানকে পাথর মারার জায়গাও এটি। এখানে তিনটি জামারাত রয়েছে। হজের আনুষ্ঠানিকতার অংশ হিসেবে এখানে হজযাত্রীরা পাথর নিক্ষেপ করেন। আগামী বছর ১৪ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হতে পারে। সেই হিসাবে ১ মার্চ (২০ শাওয়াল) হজের ভিসা ইস্যু শুরু হয়ে ২৯ এপ্রিল শেষ হবে। ৯ মে (১ জিলকদ) থেকে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের গমন শুরু হবে।

জিম্মি উদ্ধারে পুতিন-শি জিনপিংয়ের কাছে ধর্না দিচ্ছেন নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ আড়াই মাস ধরে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় নির্বিচারে বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার ইসরায়েল। এই বোমা হামলার মাঝেই গত ২৮ অক্টোবর থেকে শুরু করে স্থল অভিযান। এভাবে বলপ্রয়োগ করে ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের হাতে আটক ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্ত করার চেষ্টা চালায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তবে এবার সেই অবস্থান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হলেন তিনি।

নেতানিয়াহু বলেছেন, বন্দিদের মুক্ত করার ব্যাপারে তিনি চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এমনকি তার স্ত্রী সারা বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য পোপ ফ্রান্সিসকে এগিয়ে আসার বিনীত অনুরোধ করেছেন। সোমবার (২৫ ডিসেম্বর) ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেটের বিশেষ অধিবেশনে দেওয়া বক্তব্যে একথা জানান তিনি।

নেতানিয়াহু বলেন, বন্দিদের মুক্ত করার জন্য 'সব ধরনের প্রচেষ্টা' চালানো হচ্ছে। তবে এর সাফল্যের জন্য 'সামরিক চাপ' প্রয়োজন বলে আবারও দাবি করেন তিনি।

নেসেটের ওই বিশেষ অধিবেশনে গাজায় আটক ইসরায়েলি বন্দিদের পরিবারের লোকজনকে দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকার সুযোগ দেওয়া হয়। তাদের উপস্থিতিতে নেতানিয়াহু বলেন, আমরা যুদ্ধ বন্ধ করতে পারব না; তবে বন্দিদের মুক্ত করার জন্য আরো সময় প্রয়োজন। এ সময় দর্শক গ্যালারি থেকে বন্দিদের একজন স্বজন চিৎকার করে বলে ওঠেন, আমরা আর সময় দিতে পারব না। তার বক্তব্য সমর্থন করে বাকি স্বজনরা তখন দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন, 'এখন! এখন! এই মুহূর্তে!' তারা বলেন, এই মুহূর্তে বন্দিদের মুক্ত করে আনতে হবে।

এ সময় চরম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে যান ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বন্দিদের মুক্ত করার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য তিনি চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে শক্ত করে ধরেছেন। এমনকি তার স্ত্রী সারা গাজা থেকে ইসরায়েলি বন্দিদের মুক্ত করে আনতে সাহায্য করার জন্য পোপ ফ্রান্সিসকে সবিনয় অনুরোধ জানিয়েছেন।

ইসরায়েলের অভ্যন্তরে পদত্যাগের জন্য প্রচণ্ড চাপের মুখে থাকা নেতানিয়াহু আরো বলেন, আমরা বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত যুদ্ধ থামাচ্ছি না কারণ, আমাদের আর কোনও ভূমি বা অন্য কোনও পথ নেই।

রংপুরের পীরগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বিশাল নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পুতিনবিরোধী নাভালনির খোঁজ মিলেছে

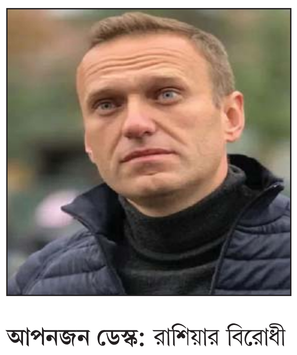

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার বিরোধী নেতা ও দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কট্টর সমালোচক অ্যালেক্সি নাভালনির খোঁজ মিলেছে। তিনি বেঁচে আছেন। তাকে সাইবেরিয়ার একটি পেনাল কলোনিতে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে। সোমবার নাভালনির মুখপাত্র কিরা ইয়ারমিশ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, নাভালনি এখন রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলে রয়েছেন। এর আগে কারাগার থেকে তাকে সরিয়ে নেয়ার পর গত ৬ ডিসেম্বর থেকে তার দলের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয়নি। ভ্লাদিমির পুতিনের অন্যতম প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে মনে করা হয় নাভালনিকে। ২০২১ সাল থেকেই বন্দী রয়েছেন তিনি। নাভালনির আইনজীবী ইয়ারমিশ জানিয়েছেন, তার সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং তিনি ভালো আছেন। তিনি জানান, নাভালনিকে উত্তর রাশিয়ার স্বায়ত্তশাসিত ইয়ামালো-নেনেট জেলার খার্প এলাকার আইকে-৩ পেনাল কলোনিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। এর আগে তাকে মস্কো থেকে ২৩৫ কিলোমিটার (১৪৫ মাইল) পূর্বের মেলেখভোতে আইকে-৬ পেনাল কলোনিতে রাখা হয়েছিল। এদিকে নাভালনির খোঁজ পাওয়ার খবরকে স্বাগত জানালেও তার সুস্থতা এবং আটকের বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমেরিকা। পোলার উলফ নামের নতুন কারাগারটিকে রাশিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ কারাগার বলে মনে করা হয়। সেখানে আটক অধিকাংশ বন্দিই গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। ইয়ারমিশ বলেন, রুশ কর্তৃপক্ষ নাভালনিকে তার দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং তার জীবন যতটা সম্ভব অসহনীয় করে তোলার চেষ্টা করছে। তাকে যেখানে রাখা হয়েছে সেই কারাগারটি বেশ দূরে এবং এতে প্রবেশ করা খুব কঠিন। আইনজীবীদের পক্ষে সেখানে যাওয়া এবং অ্যালেক্সি নাভালনিকে দেখা খুব কঠিন হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। বর্তমানে রাশিয়ায় নাভালনিকেই একমাত্র বিরোধী নেতা বলে মনে হচ্ছে যিনি সরকার-বিরোধী বিক্ষোভে অংশ নিতে রাশিয়াজুড়ে বিপুল সংখ্যক মানুষকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ২০২০ সালে তাকে সাইবেরিয়ায় বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। তবে সে যাত্রায় অল্পের জন্য বেঁচে যান তিনি। এদিকে ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়াই করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আগামী বছরের নির্বাচনে অংশ নিয়ে জয়ী হলে পুতিনের জন্য আগামী ২০৩০ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার পথ আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ক্রিমিয়া উপদ্বীপে রুশ জাহাজ ধ্বংসের দাবি ইউক্রেনের

আপনজন ডেস্ক: ক্রিমিয়া উপদ্বীপের কাছে রাশিয়ার নৌবহরের একটি জাহাজ ধ্বংসের দাবি করেছে ইউক্রেনের বিমানবাহিনী। ওই জাহাজে রুশ বাহিনীর ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ড্রোন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে সন্দেহ তাদের।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামের এক পোস্টে ইউক্রেনের বিমানবাহিনী বলেছে, স্থানীয় সময় ২৬ ডিসেম্বর দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে এই হামলা চালানো হয়। ফিওদেসিয়া এলাকায় রাশিয়ার কৃষ্ণসাগর নৌবহরের জাহাজটিতে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়। জাহাজে থাকা ড্রোন ইরান থেকে এসেছিল বলে সন্দেহ ইউক্রেনের।

ক্রিমিয়ার রুশ নৌবাহিনীর প্রধান ঘাঁটি হলো ফিওদেসিয়া।

বিমানবাহিনীর কমান্ডেন্ট মিকোলা ওলেচচক ফিওদেসিয়ায় রাশিয়ার নৌঘাঁটিতে বিস্ফোরণের ভিডিও পোস্ট করেছেন।

ক্রেমলিন–সমর্থিত ক্রিমিয়ার প্রধান সের্গেই আকসিওনভ বলেছেন, ফিওদেসিয়ায় শত্রুরা হামলা চালিয়েছে। বন্দর এলাকাটি ঘিরে রাখা হয়েছে। বিস্ফোরণ থেমে গেছে ও আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ির বাসিন্দাদের দূরে সরে যেতে বলা হয়েছে।

ইউক্রেন রাশিয়ার সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে প্রায়ই ক্রিমিয়ায় হামলা চালায়। গত বছরের এপ্রিলে ক্রুজার মস্কোভা ডুবিয়ে দেয় ইউক্রেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিশোধ নেয়ার হুঁশিয়ারি ইরানের

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের উপকণ্ঠে ইসরায়েলি বিমান হামলায় ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) শীর্ষ উপদেষ্টা রাজি মুসাভির নিহত হওয়ার ঘটনায় কঠোর প্রতিশোধ নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান।

ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি বলেছেন, এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ইসরায়েল চড়া মূল্য দিতে হবে। তিনি বলেন, সিরিয়ায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে আইআরজিসির সামরিক উপদেষ্টাকে হত্যা করার জঘন্য কাজটি দখলদার ইহুদিবাদী ইসরায়েলের হতাশার আরেকটি লক্ষণ। এ জন্য অবশ্যই তাদেরকে চড়া মূল্য দিতে হবে। এদিকে, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেন আমির-আব্দুল্লাহিয়ান বলেছেন, তেল আবিব এখন কঠিন কাউন্টডাউনের মুখোমুখি। এক টুইট বার্তায় তিনি বলেছেন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রাজি মুসাভি অনেক বছর ধরে সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছেন ইরান ও এই অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। মুসাভি ইরান ও সিরিয়ার মধ্যে সামরিক জোটের সমন্বয়ের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। সেই সঙ্গে লেবাননের হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীসহ এই অঞ্চলে ইরান সমর্থিত প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোকে অস্ত্র সরবরাহের জন্য তেহরানের প্রচেষ্টায় ব্যাপকভাবে জড়িত বলে মনে করা হয়।

সৌদি আরবে ১৬ হাজারের বেশি অভিবাসী গ্রেফতার!

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশ সৌদি আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এক সপ্তাহের ব্যবধানে ১৬ হাজার ৮৯৯ জন অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আবাসিক, শ্রম আইন এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন করায় তাদের গ্রেফতার করা হয়। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, গত ১৪ থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে অবৈধ অভিবাসীদের গ্রেফতার করে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৫ মি.

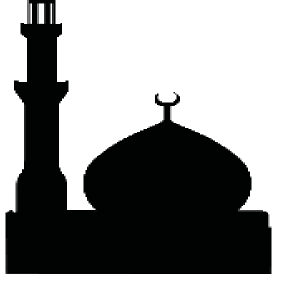

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৯	৬.১৫
যোহর	১১.৪৩	
আসর	৩.২৫	
মাগরিব	৫.০৫	
এশা	৬.১৯	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৭	

প্যারিসে ফ্ল্যাট থেকে ৫ জনের মরদেহ উদ্ধার

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহরের একটি ফ্ল্যাট থেকে পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে প্রসিকিউটররা নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে জানানো হয়েছে, এক নারী এবং তার চার সন্তানের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

প্যারিস থেকে ৪১ কিলোমিটার (২৫ মাইল) দূরে অবস্থিত মেক্স শহর থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

অস্ত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার বন্ধে মস্কোর ওপর নিষেধাজ্ঞা বাড়াল তাইপে

আপনজন ডেস্ক: তাইওয়ানের অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার বলেছে, দেশটি তার উচ্চ প্রযুক্তির পণ্যগুলোকে সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে রাশিয়া ও তার মিত্র বেলারুশের জন্য নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা প্রসারিত করেছে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রয়টার্স মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদন অনুসারে, তাইওয়ান রাশিয়ার আক্রমণের নিন্দা করেছে এবং ইতিমধ্যে পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন নিষেধাজ্ঞার প্রচেষ্টায় যোগ দিয়েছে। যদিও পদক্ষেপগুলো মূলত প্রতীকী। কারণ তাইপে ও মস্কোর মধ্যে সরাসরি বাণিজ্যের পরিমাণ কম।

রয়টার্স জানিয়েছে, সর্বশেষ নিষেধাজ্ঞার দফা ঘোষণা করে তাইপের মন্ত্রণালয় বলেছে, 'আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পূরণ করতে এবং সামরিক উদ্দেশ্যে আমাদের উচ্চ প্রযুক্তির পণ্য রপ্তানি রোধ করতে' এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তালিকায় সেমিকন্ডাক্টর তৈরির সরঞ্জাম রয়েছে, যার উৎপাদনে তাইওয়ান বিশ্বে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে রয়েছে।

সেই সঙ্গে কিছু রাসায়নিক এবং ওষুধ ইতিমধ্যে চিপ শিল্পকে লক্ষ্য করা আগের ঘোষণায় যোগ করা হয়েছে। নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), আমেরিকা এবং অন্য দেশগুলোর ইতিমধ্যে ঘোষিত নিষেধাজ্ঞাগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে।

নাইজেরিয়ায় সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় নিহত ১৬০

আপনজন ডেস্ক: মধ্য নাইজেরিয়ায় সশস্ত্র গোষ্ঠীর পৃথক হামলায় অন্তত ১৬০ জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো ৩০০ জন। সোমবার নাইজেরিয়ার স্থানীয় প্রশাসন এ তথ্য জানিয়েছে।

সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে , রোববার সন্ধ্যায় জাতিগত সংঘাতে ওই অঞ্চলে প্রাথমিকভাবে ১৬ জন নিহত হওয়ার তথ্য জানিয়েছিল সেনাবাহিনী।

সোমবার বোক্কোস রাজ্যের স্থানীয় সরকারের প্রধান কাসাহ এএফপিকে বলেছেন, শনিবার সকাল থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত অব্যাহত লড়াইয়ে ১১৩ জন নিহত হওয়ার বিষয়টি আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি।

তিনি আরো বলেন, স্থানীয়ভাবে এই গোষ্ঠীগুলো ডাকাত হিসেবে পরিচিত। তারা কম করে হলেও ২০টি পৃথক সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালায় এবং বাড়িঘরও পুড়িয়ে দেয়।

কাসাহ বলেন, আমরা ৩ শতাধিক আহত ব্যক্তিকে পেয়েছি। তাদের বোক্কোস, জোস এবং বারকিন লাদির হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। রাজ্য পার্লামেন্টের সদস্য ডিকসন চোল্লম এই হামলার নিন্দা করেছেন এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। চোল্লম বলেন, সন্ত্রাসীদের কাছে আমরা নতি স্বীকার করব না। আমাদের ন্যায়বিচার এবং স্থায়ী শান্তির জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ।

ইসরায়েলে ২৩০ বিমান ও ২০ জাহাজ বোঝাই অস্ত্র পাঠিয়েছে আমেরিকা

আপনজন ডেস্ক: গাজা সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলকে ২৩০টি কার্গো বিমান ও ২০টি জাহাজ বোঝাই অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম দিয়েছে আমেরিকা। মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি। ইসরায়েলকে পাঠানো বিপুল পরিমাণ এই মার্কিন সামরিক সহায়তার মধ্যে আর্টিলারি শেল, সাঁজোয়া যান এবং সৈন্যদের জন্য মৌলিক যুদ্ধ সরঞ্জাম রয়েছে বলে ইয়েডিয়ট আহরনোথ সংবাদপত্র জানিয়েছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গাজা উপত্যকায় বর্তমান যুদ্ধের ব্যয় প্রায় ৬৫ বিলিয়ন শেকেল বা ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বলে অনুমান করেছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে সংবাদপত্রটি বলেছে, যুদ্ধের শুরুতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী তাদের গুদামগুলোতে থাকা বেশিরভাগ গোলাবারুদ ব্যবহার করে ফেলে। তবে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সঙ্গে একটি সম্ভাব্য বড় আকারের যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে ইসরায়েল তার গুদামগুলো পুনরায় পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। ইসরায়েলি সামরিক পরিসংখ্যান অনুসারে, গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের সাথে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৪৮৯ ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩৪৯ সংখ্যা, ১০ পৌষ ১৪৩০, ১৩ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

যুদ্ধের অবসান ঘটুক

চলমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন কোরামে ভাগ হইয়া গিয়াছে। একসময় শক্তিশালী প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তুলনামূলক দুর্বল রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের নিরাপত্তার নামে জোট বাঁধিল। ইহার পর তাহারা জোটের বিরুদ্ধে জোট বাঁধিতে শুরু করিল। আপাতদৃষ্টিতে একই জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ একে অপরকে মিত্র দেশ হিসাবে বিবেচনা করিয়া থাকে। এই হেতু জোটভুক্ত রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের বৈদেশিক নীতি থাকে কিঞ্চিত মোলায়েম এবং নমনীয়। প্রতিপক্ষ জোটভুক্ত রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের বৈদেশিক নীতি আবার তুলনামূলক কম নমনীয়, কখনো-সখনো যথেষ্ট কঠোর। মিত্রকে ছাড় দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু মিত্রের বাহিরে অন্যদের প্রতি কঠোরতা থাকে প্রবল। এইখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রশ্ন তুলিয়া থাকেন—মিত্র কি চিরকাল বন্ধু বলিয়া বিবেচ্য হয়? কিংবা শত্রু কি সর্বদা পরিত্যাজ্য? সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোনের ভাষ্যে—রাষ্ট্রের কোনো শাশ্বত মিত্র নাই, নাই চিরস্থায়ী কোনো শত্রুও। রাষ্ট্রের স্বার্থই হইল শাশ্বত ও চিরস্থায়ী। রাষ্ট্রের সেই স্বার্থ অনুযায়ী শত্রু-মিত্র নির্ধারণ ও প্রয়োজনে পরিবর্তিতও হয়।

স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন হইবে তাহা এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কারণে মিত্র হইয়া যায় শত্রু, আবার এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কারণেই শত্রুতা পরিণত হয় মিত্রতায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুই পরাশক্তি ফ্রান্স এবং জার্মানির দ্বৈরথ একবিংশ শতাব্দীতে আসিয়া শূন্যে মিলিয়া গিয়াছে। জাতীয় স্বার্থে তাহারা ইহার সহিত জোট বাঁধিয়াছে। আরব ও ইসরাইলের মধ্যে অর্ধশত বছরের অধিক সময় ধরিয়া বিরাজমান রাজনৈতিক উত্তেজনা এখন ক্রমশ বন্ধুত্বের রূপ ধারণ করিতে যাইতেছে। আমেরিকা এবং ইরানের সুসম্পর্ক ১৯৭০ দশকের শেষে ক্রমশ খারাপ হইতে হইতে এই মুহূর্তে সম্পর্ক সাপে নেউলে হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান সময়ের দুই বৃহৎ অর্থনৈতিক পরাশক্তি আমেরিকা এবং চীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির মাত্র পাঁচ বছর পর কোরিয়া যুদ্ধের জের ধরিয়া আমেরিকা-চীন সম্পর্কের অবনতি ঘটিতে শুরু করে। সেই সম্পর্ক এই মুহূর্তে কেমন রূপ ধারণ করিয়াছে—তাহা বলিবার অবকাশ রাখে না।

এই যে একটি রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক সময়ে-সময়ে তিন শত ষাট ডিগ্রিতে উলটাইয়া যায়—ইহার পিছনে কী কারণ থাকিতে পারে? ইহার একমাত্র উত্তর হইল রাষ্ট্রীয় স্বার্থ। বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করিতে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির রূপ বদলাইতে এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সবচাইতে বড় ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রসমূহ যেই সকল নেতার দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে, তাহাদের অনেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির রূপরেখা পরিবর্তনে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ নিজেদের মতো ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন। এডলফ হিটলার জার্মানির জাতীয় স্বার্থের নামে তাহার সম্প্রসারণবাদী নীতি বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিয়া প্রতিবেশী দেশে আক্রমণ করিয়াছিলেন—যাহার প্রতিফলন ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। সাবেক সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট জোসেফ স্ট্যালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় স্বার্থের নামে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বন্দি এবং হত্যা করেন।

একটি রাষ্ট্রের প্রধান উপকরণ হইল তাহার জনগণ। রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যক্রম তার জনগণকে কেন্দ্র করিয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ, জনগণের স্বার্থই রাষ্ট্রের স্বার্থ। যুগে যুগে নূতন নূতন প্রজন্মের নেতা ও রাষ্ট্রনায়করা আসিয়া থাকেন। ভূরাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটে যুগে যুগে। সেই অনুযায়ী পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংস্করণ ঘটে রাষ্ট্রীয় শত্রু-মিত্রের অবস্থানে। ইহাই ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা। সুতরাং জনগণের স্বার্থের দর্পণে চিরকালীন শত্রু বা মিত্র বলিয়া কিছু নাই। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করিতে পারি—আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চলমান উত্তেজনা এবং বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান ঘটুক। সর্বস্তরের মানুষ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সচেতন হইয়া উঠুক।

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

বেথলেহেমের এক যাজকের বক্তৃতা

তারা এখানে বোমা পাঠিয়ে কীভাবে বড়দিন উদযাপন করছে

আমরা ক্ষুব্ধ। আমরা বিদীর্ণ। উৎসবের এই মৌসুমে আমরা শোকে নিমজ্জিত। আমরা ভয়ার্ত। এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছে ২০ হাজার মানুষ। ইট-সুরকির চাঁইয়ের নিচে চাপা পড়ে আছে হাজার হাজার মরদেহ। নৃশংসতার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটিয়ে হত্যা করা হয়েছে প্রায় ৯ হাজার শিশুকে। দিনের পর দিন, দিনের পর দিন। প্রায় ২০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত। শত শত, হাজার হাজার বাড়িঘর বিধ্বস্ত। গাজার অস্তিত্ব মুছে গেছে প্রায়। যা চলছে, তা নিধনযজ্ঞ। গণহত্যা।

বেথলেহেমের যাজক **রেভারেন্ড ড.মানথের আইজ্যাক**।

আমরা ক্ষুব্ধ। আমরা বিদীর্ণ। উৎসবের এই মৌসুমে আমরা শোকে নিমজ্জিত। আমরা ভয়ার্ত। এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছে ২০ হাজার মানুষ। ইট-সুরকির চাঁইয়ের নিচে চাপা পড়ে আছে হাজার হাজার মরদেহ। নৃশংসতার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটিয়ে হত্যা করা হয়েছে প্রায় ৯ হাজার শিশুকে। দিনের পর দিন, দিনের পর দিন। প্রায় ২০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত। শত শত, হাজার হাজার বাড়িঘর বিধ্বস্ত। গাজার অস্তিত্ব মুছে গেছে প্রায়। যা চলছে, তা নিধনযজ্ঞ। গণহত্যা। আর এই বিশ্ব চেয়ে চেয়ে দেখছে, দেখছে চার্চগুলোও। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গাজার মানুষ তাদের ছবি পৌঁছে দিচ্ছে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে। কিন্তু এতে কি পৃথিবীর কিছু আসে যায়? বেথলেহেমে আমাদের ভাগ্যে কি তবে এটাই লেখা ছিল? রামাল্লায়? জেনিনে? এ-ই কি আমাদের ভবিতব্য? বিশ্বের এই নীরবতায় আমরা নির্বাক। তথাকথিত 'মুক্ত' দেশগুলোর নেতারা একের পর এক অবরুদ্ধ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণহত্যার পক্ষে সবুজ সংকেত দিয়ে গেছেন। তাঁরা ধ্বংসযজ্ঞকে আড়াল করতে শুধু আগাম অর্থই বরাদ্দ করেননি, রাজনীতির পর্দা দিয়ে প্রকৃত ঘটনা ও প্রেক্ষাপটকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই কাজে এখন তাঁদের একটি ধর্মতাত্ত্বিক পর্দা চাই। তাই ডাক পড়েছে পশ্চিমা চার্চগুলোর।

দক্ষিণ আফ্রিকার চার্চ আমাদের শিখিয়েছিল, 'রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ধর্মতত্ত্ব' কী। ধর্মতত্ত্ব ও বাইবেলের ভাষ্যের অপব্যবহার করে তারা বর্ণবিদ্বেষ, পুঁজিবাদ ও সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থাকে যৌক্তিকতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ধর্ম ব্যবহার করা হয়েছিল রাজনৈতিক প্রয়োজনে। এই ফিলিস্তিনে আবারও বাইবেলকে—আমাদের পবিত্র গ্রন্থকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হলো। ফিলিস্তিনে আমরা যে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ, তা 'সাম্রাজ্যবাদ' রচিত।

ধর্মতত্ত্বের আড়ালে শ্রেষ্ঠত্ববাদ, আধিপত্যবাদ, নিজেদের অধিকতর প্রিয় এই ধারণা পোষণ করা এবং যা কিছু করার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে এই সাম্রাজ্যবাদ। আর নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলে 'মিশন', ইভানজেলিজম, ঐশী প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন, মুক্তি ও স্বাধীনতার বিকাশ—এসব গালভরা বুলি ব্যবহার করে। ঈশ্বরের অনুমোদন আছে, এই ধুয়া তুলে তারা ধর্মকে নির্যাতনের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। আমরা ও তারা—এই ভেদরেখা টেনে দেয় মানবজাতির মধ্যে। তারপর একটি গোষ্ঠীকে অমানুষ ও শয়তান হিসেবে উপস্থাপন করে। তারা জনশূন্য ভূমির কথা বলে; অথচ তারা পরিষ্কার জানে, ওই ভূমিতে মানুষ আছে। তারা গাজাকে শূন্য করে ফেলার আহ্বান জানায়। এই একইভাবে তারা ১৯৪৮ সালে পরিচালিত গণহত্যাকে স্বর্গীয় ও অলৌকিক বলে ঘোষণা দিয়েছিল। তারা ফিলিস্তিনিদের মিসর, নয়তো জর্ডানে চলে যেতে বলে। সাগরকেও-বা বাদ দিল কই? তারা আমাদের সম্পর্কে বলে, 'ঈশ্বর! তুমি কি চাও আমরা প্রার্থনা করি, যেন স্বর্গ থেকে আগুন বর্ষিত হয়ে ওরা আগুনের গ্রাসে পরিণত হয়?' এই হলো সাম্রাজ্যবাদের ধর্মতত্ত্ব। এই যুদ্ধ নিশ্চিত করেছে, পৃথিবীতে সবাই সমান নয়। হয়তো এ আমাদের চামড়ার রঙের দোষ। হয়তো আমরা রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশের খেলায় বিরোধী পক্ষ। এমনকি যিশুর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনও আমাদের সুরক্ষা দিতে পারেনি। তারা বলে থাকে, হামাসের একজন 'সন্ত্রাসী'কে খুঁজে পেতে ১০০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা অন্যায় নয়। তাহলে তা-ই হোক। আমরা তাদের চোখে মানুষ নই। অথচ ঈশ্বরের চোখে—কেউ কি বলতে পারে—আমরা সমান নই?

পশ্চিমা বিশ্বের শঠতা ও বর্ণবৈষম্য প্রকাশ্য এবং ভয়ংকর। তারা ফিলিস্তিনি শব্দটিকেই সন্দেহের সঙ্গে নেয়। অন্যদিকে অপতথ্য ছড়ানোর হাজারো উদাহরণ থাকার পরও অপর পক্ষটির সব বয়ান তাদের কাছে সন্দেহাতীত।

আমি আমাদের ইউরোপীয় বন্ধুদের বলছি। আমি কখনো আপনাদের কাছ থেকে মানবাধিকার বা আন্তর্জাতিক আইন নিয়ে কোনো বক্তৃতা আর শুনতে চাই না। আমরা শ্বেতাঙ্গ নই। তাই আপনাদের নিজস্ব যুক্তিতেই আমাদের জন্য এসব আইনকানুন প্রযোজ্য নয়। এই যুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্বের অনেক খ্রিষ্টান ধর্মের ব্যাখ্যা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন। আমাদের বলা হলো, এটা 'আত্মরক্ষা'(এবং আমি জানতে চাই কেমন করে?)।

সাম্রাজ্যবাদের ছায়ায় ওরা ঔপনিবেশিক শক্তিকে ভুক্তভোগী বলে প্রচার করে, আর যারা ঔপনিবেশিকতার শিকার, তাদের বলে আগ্রাসী। আমরা কি ভুলে গেছি যে এই রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে গাজাবাসীর শহর ও গ্রামের ধ্বংসাবশেষের ওপর?

দুষ্কর্মে চার্চের যুক্ততা আমাদের ক্ষুব্ধ করে। পরিষ্কার করে বলি—নীরবতা, যুদ্ধবিরতি ও দখলদারির অবসানের ডাক না দিয়ে শান্তির কথা বলা, কাজের বদলে সমানুভূতির ফাঁপা আওয়াজ তোলা—এই সবই দুষ্কর্মে সহযোগিতার নামান্তর। তাই এই হলো আমার বার্তা: গাজা এই মুহূর্তে এই বিশ্বের নৈতিক দিকনির্দেশনার কেন্দ্রভূমি। ৭ অক্টোবরের আগেও গাজা নরকই ছিল।

যা ঘটছে তাতে যদি আপনি ভয়ার্ত না হন, আপনি যদি ভেতর থেকে কেঁপে না ওঠেন, তাহলে বুঝতে হবে আপনার মানবিকতা সংকটে। যদি এই গণহত্যা, গণহত্যার পক্ষে বাইবেলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করায় আমরা যদি ক্ষুব্ধ না হই, তাহলে ধরে নিতে হবে আমাদের বিশ্বাসে খামতি আছে। আমরা গসপেলের বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে আপস করছি। আপনি যদি গণহত্যা বলতে ব্যর্থ হন, তাহলে এর দায় আপনার। এই পাপকে, এই নিবিড় অন্ধকারকে আপনি স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করছেন। কেউ কেউ এমনকি যুদ্ধ বিরতির কথাও বলছেন না।

আমি আপনার জন্য দুঃখ বোধ করছি। তীব্র এই ক্ষতির পরও আমরা আবার পুনরুত্থিত হয়ে উঠব। আমরা ধ্বংস থেকে উত্থিত হব, ফিলিস্তিনি হিসেবে আমরা বরাবর যা করেছি, তা-ই করব। আমরা আবার জেগে উঠব, উঠে দাঁড়াব। যদিও এবারকার মতো এত তীব্র হামলার শিকার আমরা বহুদিন হইনি। কিন্তু আবারও বলি, আপনারা যাঁরা এই দুষ্কর্মের সহযোগী, আমি আপনাদের জন্য দুঃখ বোধ করছি। আপনারা কি কখনো আর জেগে উঠতে পারবেন? গণহত্যার পর আপনাদের দয়াদাক্ষিণ্য, ব্যথাতুর উচ্চারণ কোনো পরিবর্তন আনবে না। কোনো খেদোক্তিই আর যথেষ্ট হবে না। গণহত্যার পর আপনাদের ক্ষমা প্রার্থনা আমরা আর গ্রহণ করব না। যা ঘটেছে, ঘটে গেছে। আমি আপনাদের বলব, আয়নায় মুখ দেখুন এবং নিজেকে জিজ্ঞেস করুন: আমি কোথায় ছিলাম?

আজ আমার সঙ্গে যাঁরা আছেন, আপনারা আপনাদের পরিবার ও চার্চ ছেড়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আপনারা আমাদের সত্যিকারের সহচর—আপনারা অতিমূল্যবান 'সংহতি'র ধারক। 'আমরা যখন কারাগারে ছিলাম, তখন আপনারাই দেখতে এসেছিলেন।' আমরা যে নীরবতা ও দুষ্কর্মের সহযোগিতা প্রত্যক্ষ করছি, তা থেকে যোজন যোজন দূরে আপনাদের অবস্থান। এই উপস্থিতির অর্থ সংহতি।

আপনাদের এই আগমন আমাদের যেভাবে প্রাণিত করেছে, তা চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। আপনাদের মাধ্যমেই ঈশ্বর যেন বার্তা পাঠিয়েছেন, 'সবাই আমাদের পরিত্যাগ করেনি।' ক্যাথলিক চার্চের ফাদার রামি যেমনটি বলেছেন, আপনারা বেথলেহেমে এসেছেন ম্যাজাইদের মতো। সঙ্গে এনেছেন ভালোবাসা আর সংহতি। এই উপহার সোনার চেয়েও দামি। এই উপহার কাঙ্ক্ষিত ছিল। এই মৌসুমে, অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় ঈশ্বরের নীরবতায় আমরা ক্লিষ্ট হয়েছি। দুই মাস ধরে শোকস্তবগীতি আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সঙ্গী। আমরা চিৎকার করে বারবার বলেছি, 'হা ঈশ্বর! হায় ঈশ্বর! আমরা কী এমন করেছি যে তুমি গাজাকে ভুলে গেছ? তুমি কী করে গাজা থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে রেখেছ?'

আমাদের বেদনায়, আমাদের যন্ত্রণায়, আমাদের শোকে আমরা ঈশ্বরকে খুঁজেছি এবং তাঁকে খুঁজে পেয়েছি গাজার ধ্বংসাবশেষের নিচে। যিশু সেই পুরোনো সাম্রাজ্যবাদী সহিংসতার শিকার। তিনি নির্যাতিত। ক্রুশবিদ্ধ। তাঁর শরীর থেকে যখন রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে, তখন আমরা নীরব দর্শকের মতো দেখে গেছি। তিনি নিহত হলেন, বেদনায় চিৎকার করে কাঁদলেন—হা ঈশ্বর, তুমি কোথায়?

আজ গাজায় ঈশ্বর ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়ে আছে।

বড়দিনের এই মৌসুমে, যিশুকে রোমের আশপাশে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁকে পাওয়া যাবে আমাদের এদিকটায়, দেয়ালের কাছে। একটা গুহায়, সাধারণ পরিবারে, সমস্যাসংকুলতায়। কোনো রকমে অলৌকিকভাবে যিশু বেঁচে যাবেন রক্তাক্ত এ যুদ্ধে থেকে। তাঁকে পাওয়া যাবে শরণার্থী কোনো পরিবারে।

আজ যদি যিশুর জন্ম হতো, তিনি জন্মাতেন গাজায় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। যখন আমরা অহংকার আর প্রাচুর্যে মাহাত্ম্য খুঁজি, যিশু তখন ধ্বংসাবশেষের নিচে…

যখন আমরা ক্ষমতা, শক্তি আর অস্ত্রের ওপর নির্ভর করি, যিশু তখন ধ্বংসাবশেষের নিচে…

যখন ধর্মতত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে শিশুদের ওপর বোমাবর্ষণের যৌক্তিকতা খুঁজি, যিশু তখন ধ্বংসাবশেষের নিচে…

যিশু ধ্বংসাবশেষের নিচে। এই ধ্বংসাবশেষই তাঁর সেই যাবপাত্র। তিনি প্রান্তিক মানুষ, তাদের কষ্ট-যন্ত্রণা, নিপীড়ন ও বাস্তুচ্যুতির সঙ্গে আছেন। এসবই তাঁর যাবপাত্র। আমি সেই জন্মক্ষণের কথা ভাবি…ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে এভাবেই আছেন। এই পুনরুত্থান। ধ্বংস। রক্ত। দারিদ্র্য।

এই শিশুই আমাদের আশা ও স্পৃহা। এই শিশুর মধ্যে আমরা নিহত প্রতিটি শিশু, ধ্বংসাবশেষ থেকে টেনে বের করা প্রতিটি শিশুর মুখচ্ছবি দেখি। যখন এই বিশ্ব গাজার শিশুদের প্রত্যাখ্যান করছে, তখন যিশু বলেন, 'আমার কোনো ভ্রাতা বা ভগিনির সঙ্গে যদি তুমি দুর্ব্যবহার করো, তাহলে জেনে রেখো, এই আচরণ তুমি আমার সঙ্গেই করলে।' যিশু তাদের শুধু নিজের বলে উল্লেখ করেননি, যিশু এই নিপীড়িত মানুষগুলোই।

বাস্তুচ্যুত ও ছুটতে থাকা দিশাহারা পরিবারগুলোর মধ্যে সেই পবিত্র পরিবারকে আমরা দেখতে পাই। যখন এই বিশ্ব গাজাবাসীর ভাগ্য নিয়ে আলোচনায়, যেন তারা গাড়িবারান্দায় রাখা অযাচিত কোনো বাক্স, ঈশ্বর তখন তাদের মধ্যে বিরাজমান। তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁর নিজের বলে আখ্যা দেন। এই যাবপাত্র প্রত্যাবর্তনের কথা বলে। যিশুর প্রত্যাবর্তন নম্রতায়, দুর্বলতায়, ঝুঁকিতে। পুনরুত্থানের ঐশ্বর্য মিশে আছে প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে সংহতিতে। প্রত্যাবর্তনের কথা বলছি; কারণ বেদনা, ধ্বংস, অন্ধকার ও মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত এই শিশুই একদিন সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে। ক্ষমতাসীনদের প্রশ্ন করবে। মৃত্যু ও অন্ধকারকে পরাজিত করে চিরস্থায়ী জয়ের ঘোষণা দেবে। ফিলিস্তিনে আজ বড়দিন। আর এই আমার বার্তা।

বড়দিন মানে সান্তা, গাছ, উপহার বা আলোকসজ্জা নয়। হা ঈশ্বর। আমরা কীভাবে বড়দিনের অর্থকে বদলে দিয়েছি। আমরা কীভাবে বড়দিনের বাণিজ্যিকীকরণ করেছি। গত সপ্তাহে আমি আমেরিকায় ছিলাম, থ্যাঙ্কস গিভিংয়ের পর প্রথম সোমবার ছিল সেদিন। আমি বড়দিনের সাজসজ্জা আর থরে থরে পণ্য দেখে অবাকই হয়েছি। আমি না ভেবে পারলাম না, তারা আমাদের এখানে বোমা পাঠিয়ে নিজেদের দেশে কীভাবে বড়দিন উদ্‌যাপন করছে! তারা তাদের দেশে শান্তির রাজপুত্রকে নিয়ে গান ধরেছে, যখন আমাদের ভূমিতে বাজছে যুদ্ধের দামামা।

যিশুর জন্মভূমি বেথলেহেমেই তাঁর যাবপাত্র। বিশ্বের কাছে এই আমাদের বার্তা। এই আমাদের গসপেলের গল্প, এই গল্প সত্য ও নিখাদ। এই গল্প ঈশ্বরের, যিনি নীরব ছিলেন না, যিনি কথা বলেছিলেন যিশুর মুখ দিয়ে। যেই যিশু অবরুদ্ধ অঞ্চলে প্রান্তিকতার মধ্যে জন্মেছিলেন। যিনি আমাদের বেদনা ও ক্লেশের সঙ্গে আছেন। এই যাবপাত্রই বিশ্বের কাছে আজ আমাদের বার্তা এবং আমাদের ভাষ্য পরিষ্কার। এই গণহত্যা এই মুহূর্তে বন্ধ করতে হবে। এটাই আমাদের আহ্বান। এটাই আমাদের আবেদন। এটাই আমাদের প্রার্থনা। আমাদের প্রার্থনা শুনুন, হা ঈশ্বর! আমিন।

রেভারেন্ড ড. মানথের আইজ্যাক ইভানজেলিক্যাল লুথারিয়ান ক্রিস্টমাস চার্চ, বেথলেহেমের সহকারী যাজক।

আইজ্যাকের এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশিত বক্তৃতা। বড়দিন উপলক্ষে বেথলেহেমে তাঁর চার্চে এই বক্তৃতা দেন তিনি। টাইম, ওয়াশিংটন পোস্টসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা তাঁর এই বক্তৃতার ওপর খবর ছেপেছে। ইংরেজি থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত অনুবাদ।

সাহার খামিস

আমেরিকা না রাশিয়া, কোন দিকে যাবে তুরস্ক

প্রজাতন্ত্র হিসেবে তুরস্ক এক শ বছর পার করছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে দেশটির ভবিষ্যৎ পররাষ্ট্রনীতি কোন দিকে মোড় নেবে, তা বোঝার জন্য ইতিহাস ও সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা জরুরি। বিশেষ করে পশ্চিমের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্কটা বিবেচনা করা জরুরি। কেননা এ সম্পর্ককে উত্তেজনা ও দুই পক্ষের বাস্তব স্বার্থ—দুটি বিষয় দিয়েই চিত্রিত করা যায়।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের বিজয় আধুনিক তুরস্কের সঙ্গে পশ্চিমের (বিশেষ করে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন) সম্পর্কের ওপর অনেক ধরনের প্রভাব ফেলবে। এরদোয়ানের নতুন মেয়াদে এই সম্পর্ক নতুনভাবে বিন্যস্ত হবে এবং ভবিষ্যতের গতিপথ ঠিক করে দেবে।

ঐতিহাসিকভাবে অটোমান সাম্রাজ্যের সময় থেকেই তুরস্কের জনগণের মনোভাব ও রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে পশ্চিমা জনমনে চাপান-উতোর চলে আসছে। অটোমান সাম্রাজ্য ক্ষমতা সংহত করলে পশ্চিমে ভয় ও তিক্ততা ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে তুরস্ক নিয়ে পশ্চিমাদের মধ্যে এই মনোভাব আরও তীব্র আকার ধারণ করে।

সাম্প্রতিককালে একের পর এক ঘটনা পশ্চিমের (বিশেষ করে আমেরিকা) সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্কে জটিলতা তৈরি করেছে। ২০০৩ সালে আমেরিকান সেনাদের ইরাক অভিযানে তুরস্ক তাদের ভূমি ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানানোর পর ওয়াশিংটনের সঙ্গে আঙ্কারার সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হয়। ২০১১ সালে তেল আবিবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আঙ্কারা আমেরিকা-ইসরায়েল-তুরস্ক জোট ভেঙে দেয়। একই বছরে আমেরিকারে স্বার্থের বিপরীতে দিয়ে সিরিয়া প্রশ্নে নিজেদের পৃথক নীতি গ্রহণ করে। সময়ের পরিক্রমায় কিছু বিষয় বদলে গেছে। যেমন অর্থনৈতিক স্বার্থে তুরস্ক ইসরায়েলের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ২০২২ সালে ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আঙ্কারা সফর করেন। ১৪ বছরের মধ্যে দুই দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলোচনা এটি। পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে আমেরিকা এ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু সিরিয়া ইস্যুতে তুরস্কের অবস্থান পশ্চিমের সঙ্গে দেশটির বিবাদ ও অস্বস্তির কারণ হয়েছে। কেননা সিরিয়া প্রশ্নে তুরস্ক

রাশিয়া ও ইরানের পথ অনুসরণ করছে। ন্যাটো সদস্য গ্রিসের সঙ্গে তুরস্কের অব্যাহত উত্তেজনাও দেশটির সঙ্গে পশ্চিমের সম্পর্কে প্রভাব ফেলছে।

তুরস্কের ধর্মীয় নেতা ফেতুল্লাহ গুলেনকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য আমেরিকাকে দোষারোপ করে আঙ্কারা। ১৯৯৯ সাল থেকে গুলেন পেনসিলভানিয়ায় স্বেচ্ছানির্বাসনে রয়েছেন। গুলেনের হিজমেত আন্দোলনকে তুরস্ক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যা দেয়। ২০১৬ সালের অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টার জন্য গুলেনকে দায়ী করে তাঁকে তুরস্কের হাতে তুলে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছে আঙ্কারা। কিন্তু সেই আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় দুই দেশের উত্তেজনার পারদ আরও চড়েছে।

গত কয়েক বছরে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ককে কেন্দ্র করে তুরস্কের সঙ্গে পশ্চিমের আরও কিছু বিষয়ে বিরোধ তৈরি হয়েছে। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে রাশিয়া থেকে পাইপলাইনে করে তুরস্কে তেল ও গ্যাস সরবরাহ, তুরস্কের কাছে রাশিয়ার এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থাসহ অন্য অস্ত্র বিক্রি, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরিতে রাশিয়ার কারিগরি সহায়তা এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধি। এ ছাড়া ন্যাটোর মধ্যে তুরস্ক একমাত্র দেশ, যারা ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়নি।

আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাকে পাশ কাটিয়ে রাশিয়ার জ্বালানি চীন ও ইরানে পরিবহনে করেছে তুরস্ক। তুরস্কের যে অনন্য ভৌগোলিক অবস্থান, সেটাকে ব্যবহার করে দেশটি ন্যাটোতে প্রাচ্য ও পশ্চিমের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে। ন্যাটোতে ফিনল্যান্ডের যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তুরস্ক মূল ভূমিকা পালন করেছে। সুইডেনের ক্ষেত্রেও প্রথমে মৃদু আপত্তি করলেও ওয়াশিংটনের দিক থেকে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান বিক্রি করার প্রস্তাবে সেই আপত্তি তুলে নেয় তারা।

সুইডেনকে ন্যাটোতে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সম্মতি দিলেও ইউরোপীয় ইউনিয়নে তুরস্কের সদস্যপদ পাওয়ার বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে আছে। এ বিষয়টি পশ্চিমের সঙ্গে তুরস্কের উত্তেজনা জিইয়ে থাকার বড় কারণ। দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতি, প্রাচুর্যময় প্রাকৃতিক সম্পদ, অনন্য ভৌগোলিক অবস্থান—এসব কারণে তুরস্ক একই সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্ব এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়া ও চীনের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

তুরস্কের সর্বশেষ নির্বাচনের ফলাফল দেখিয়ে দিচ্ছে যে এরদোয়ানের জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতার ধস নেমেছে—এমন ধারণা ছিল ভুল। খুব কম ব্যবধানে জিতলেও এরদোয়ান আগামী কয়েক বছরের জন্য তাঁর শাসন নিশ্চিত করেছেন। রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে এবং ন্যাটোতে দেওয়া নিজের প্রতিশ্রুতি পূরণে জোর দিয়ে এরদোয়ান খুব সফলতার সঙ্গে বিশ্বমঞ্চে নিজেকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন।

সাহার খামিস আমেরিকারে ম্যারিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

সাড়ম্বরে দীপন-এর আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: দীপন ও কথাপ্রকাশ-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দীপন-এর আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩, নির্মল ভবনে। উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ভাই প্রখ্যাত অনুবাদক-প্রাবন্ধিক খালিকুজ্জামান ইলিয়াস ও বিশিষ্ট কথাকার সাধন চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকার প্রকাশ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কথনের সূত্রধার ছিলেন শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবকুমার সোম, মীরাতুন নাহার। সূচক ভাষণে দীপন পত্রিকার সম্পাদক এন জুলফিকার জানিয়েছেন "আখতারুজামান ইলিয়াস" সংখ্যা নিয়ে তাঁর দীর্ঘ তিন-চার বছরের যাপনের কথা। বাংলা কথাসাহিত্যের ব্যতিক্রমী কথাকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্য-সমাজ ও জীবন দর্শন ভাবনা ভবিষ্যতের পাঠক কীভাবে অর্জন করবেন, ইলিয়াস পাঠ কীভাবে করা সম্ভব তার একটা পথ দেখানোর চেষ্টা করেছেন বিখ্যাত আলোচক ও অধ্যাপক আব্দুল কাফি তাঁর "ইলিয়াস ও তাঁর উত্তরাধিকার" শীর্ষক আলোচনায়। দীপন পত্রিকার এবারের আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যায় রয়েছে স্বজনকথা, ছবির ডায়েরি, অপ্রকাশিত ও নির্বাচিত চিঠিপত্র, অগ্রন্থিত গল্প, ইলিয়াসের জীবনবীক্ষা ও সাহিত্যদর্শন, ইলিয়াসের গল্প ও আখ্যান জগৎসহ– মোট এগারোটি পর্ব। ৮৮০ পাতার এই পত্রিকায় এছাড়াও রয়েছে ১৩টি স্মৃতিচারণা ও ইলিয়াসের লেখা ৩৭টি চিঠি। পত্রিকার বাড়তি পাওনা শিল্পী সৌম্যদীপের অসাধারণ প্রচ্ছদ ও গ্রন্থসজ্জা। অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডলের সুসঞ্চালনায় দীপন-এর "আখতারুজ্জামান ইলিয়াস" সংখ্যার উদ্বোধন অনুষ্ঠান বইপাড়ায় পাঠকদের একটি মনোজ্ঞ সন্ধ্যা উপহার দিয়েছে।

ধিক্কার মিছিল মগরাহাট দু নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার 'স্বামী বিবেকানন্দের' প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের বিরুদ্ধে ধিক্কার ও প্রতিবাদ মিছিল হল মগরাহাট দু নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। আজ সোমবার বৈকাল ৩.৩০ থেকে এই ধিক্কার মিছিল শুরু হয় "মগরাহাট দু'নম্বর বিডিও অফিস থেকে মগরাহাট থানা সংলগ্ন মাঠ পর্যন্ত। আজ সারা রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিল হয়। উপস্থিত হয়েছিলেন সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার যুব সভাপতি তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের 'খাদ্যের কর্মাধ্যক্ষ বাপি হালদার', ছিলেন মগরাহাট পূর্বের বিধায়ক নমিতা সাহা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুনা ইয়াসমিন, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সেলিম লস্কর , ব্লক তৃণমূলের যুব সভাপতি বাচ্চু শেখ, সহ তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বরা। জেলা যুব সভাপতি বাপি হালদার বলেন, বিজেপির রাজ্য সভাপতি স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি যে কুরুচিকর মন্তব্য ও বামপন্থী তমকা দিয়েছেন তার তীব্র ধিক্কার জানিয়ে আমরা এই মিছিল করলাম। ব্লক সভাপতি সেলিম লস্করের নেতৃত্বে প্রায় ২০ হাজার তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। আমাদের দাবি! অবিলম্বে বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। তা না হলে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হবে।

আজানগাছী (রহ.)-এর বার্ষিক উরসেকুল

সেখ নুরুদ্দিন ● কলকাতা

আপনজন:কলকাতার ১৮বাগমারী রোডে বাগমারী বাজার সংলগ্ন এলাকায় মহাসাড়ম্বরে উৎযাপিত হচ্ছে হজরত মাওলানা সুফী মুফতী আজানগাছী (রহঃ)র দশ দিনের পবিত্র বাৎসরিক উরসেকুল। শুরু হয়েছে ২২শে ডিসেম্বর শুক্রবার সকাল থেকে। উরুসেকুল মজলিস চলবে ৩১শে ডিসেম্বর রবিবার পর্যন্ত।২৮শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রয়েছে বিশেষ কর্মসূচি,-সর্ব ধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বজনীন প্রার্থনা সভা মজলিস। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও নির্ধারিত দিন ৩০শে ডিসেম্বর শনিবার এসরাকের পর থেকে মগরীব পর্যন্ত মাজার শরীফ জিয়ারত হবে। উরসেকুল

উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার মানুষ ছাড়াও প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ এই মজলিসে অংশগ্রহণ করেছেন। দিবানিশি চলছে সুফী মুফতী আজানগাছী (রহঃ)র উরসেকুল। দ্বীন দুনিয়ার শান্তি ও বিশ্ব মানবজাতির কল্যান ,সম্প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্ব, সংহতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুজাদ্দেদ কামেল মোর্শেদ হজরত মাওলানা সুফী মুফতী আজানগাছী (রহঃ) র বাৎসরিক উরসেকুল মজলিস।

শীত পড়তেই সুন্দরবনে পরিযায়ী পাখির ঢল

মাফরুজা মোল্লা ● সুন্দরবন

আপনজন: শীতের সুন্দরবনে প্রকোপ বৃদ্ধি পেতেই পরিযায়ী পাখিরা ভিড় জমাতে শুরু করেছে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে। সাম্প্রতিক নতুন করে গড়ে ওঠা কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে পাখিদের আনাগোনা অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। ফিনল্যান্ড,রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইরান সহ একাধিক দেশ থেকে হাজার হাজার পাখি সমুদ্র পথ ধরে দলে দলে চলে আসছে সুন্দরবনের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্যে সুন্দরবনের জঙ্গলে। ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন জায়গায়। এই পাখিদের মধ্যে বেশিরভাগই সামুদ্রিক এলাকার জলচর, দিবাচর এবং নিশাচর। সুন্দরবনের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে পাখিদের খাওয়ার জন্য উপযুক্ত কোন ফলের গাছ নেই। তবুও বিশেষ কোনও আকর্ষণে পাখিরা হাজার হাজার মাইল আকাশপথ বিরামহীন ভাবে উড়ে আসছে সুন্দরবনে বৃহত্তম বাঘ-অরণ্যে জঙ্গলে। এখানে আসা এবং ফেরার পথে দুর্যোগ- দুর্ঘটনায়

পড়ে বহু পাখির মৃত্যুও ঘটছে। তবুই তারা প্রতি বছর শীতের সঠিক সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে আসছে। বন বিভাগের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার মিলন কান্তি মন্ডল বলেন, 'আমরা কয়েক বছর ধরে ম্যানগ্রোভ রোপণ করে কৃত্রিম বন সৃষ্টি করেছি। সেইসব জায়গায় প্রচুর খাবার পাওয়া যাচ্ছে। সেই খাবারের টানে

পরিযায়ী পাখিরা ভিড় জমাচ্ছে।' বন বিভাগের আরও একটি দপ্তর 'সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প' উল্লেখ্য 'প্রকৃতি সংসদ' নামে কলকাতার একটি পক্ষী পর্যবেক্ষক সংস্থা গত বছর সুন্দরবনে সমীক্ষা চালিয়ে জানতে পেরেছে, রাশিয়ার সাইবেরিয়া থেকে বিভিন্ন দেশের প্রায় ৪০ টি প্রজাতির বিদেশী পরিযায়ী পাখি এই শীত মরশুমে সুন্দরবনে বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য জঙ্গলে আসেন। এই সময় শীতপ্রধান দেশগুলিতে শীতের মাত্রা বেড়ে যায়। ওই শীত সহ্য করতে না- পেরে তারা কম শীতপ্রধান সুন্দরবন ও ভারতের বিভিন্ন যায়গায় চলে আসে। কিছুদিন সময় কাটানোর পরে আবার নির্দিষ্ট সময় ফিরে যায়। বংশ বিস্তারের পর পরের বছর আবার সপরিবারে চলে আসে। বন বিভাগ সূত্রের খবর, এবার জম্বুদীপ, কলস, ঠাকুরাণ, মেছুয়া, ছাইমারি চরে সন্ধ্যার পর হাজার হাজার বিদেশী পরিযায়ী পাখি আস্তানা গেড়েছে।

বকখালি,ভগবতপুর, গঙ্গাসাগরের রামকর চর এবং মাতলা চরে ভিনরাজ্যের পরিযায়ী পাখিদের ভিড় জমে। বিকেলের পরিযান বৈচিত্র্যের একটি আশ্চর্যের ঘটনা উল্লেখ করে জানিয়েছেন, পাখিরা সাধারণত দু'হাজার ফুট উচ্চতা দিয়ে সপ্তাহ থেকে ৪ মাস পর্যন্ত উড়ে আসে। সারাদিন-সারারাত অবিরাম ওড়ে। ওড়ার সময় কোথাও থামে না, কিছুই খায় না। যাত্রা শুরুর আগে ভাল করে খেয়ে নেয়। ঘন্টায় ৫০ মাইল গতিবেগে প্রতিদিন ১৫০-৬০০ মাইল পথ উড়ে চলে। নির্দিষ্ট যায়গায় পৌছতে তারা উপকূলরেখা, নদীপথ, সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা- নক্ষত্র কে লক্ষ্য করে চলে এই পাখি।

গড় ভবানীপুরে মেলার সূচনায় মন্ত্রী অরূপ

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণ পুরের গড় ভবানীপুরে রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী স্মৃতি বিজড়িত মেলার উদ্বোধন করলেন সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। এদিনের মেলার উদ্বোধনী ানুষ্ঠানে বিশিস্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দুই বিধায়ক সমীর পাঁজা, সীতানাথ ঘোষ, উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসক মানস কুমার মন্ডল, হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুলেখা পাঁজা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্যাণ গায়েন প্রমুখ। মেলা চলবে ২৬ ডিসেম্বর থেকে আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মাদ্রাসা পড়ুয়াদের বিশেষ পরীক্ষা

নাজমুস শাহাদত ● মোথাবাড়ি

আপনজন: সোমবার মালদহের মোথাবাড়ী আমলিতলার এ.জি.জে. এস. হাই মাদ্রাসায় আল মুস্তাফা ফাউন্ডেশন এর পরিচালনায় এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। এদিনের প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় প্রায় ছয় শতাধিক পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। ফাউণ্ডেশন এর সভাপতি মৌলানা সরফরাজ আলম বলেন, শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূলস্রোতে এনে তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও বই পড়ার প্রতি অভ্যাস গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। আল মুস্তাফা ফাউন্ডেশন এর এক সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান জানান, আজকের প্রতিযোগিতা পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্য হল, আমাদের সমাজের প্রতিটা ছাত্রছাত্রীরা যেন জেনারেল ও ইসলামিক শিক্ষা অর্জন করে একজন সমাজের সুশিক্ষিত সুনাগরিক গড়ে ওঠে। তিনি আরও বলেন, আগামী ১৪ই জানুয়ারি পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

লালবাঁধ হোসেনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষক পুনর্মিলন ও গুণীজন সংবর্ধনা

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার একমাত্র সিনিয়র মাদ্রাসা লালবাঁধ হোসেনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হল শিক্ষক পুনর্মিলন গুণীজন কৃতি ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা। মঙ্গলবার বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়ার লালবাঁধে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠান কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন ওই মাদ্রাসার ছাত্র মোহাম্মদ বাকীবিল্লাহ।

এরপর শুরু হয় নাত শরীফ এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্মারকলিপি প্রদান অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন লালবাঁধ হোসেনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার মুফতি গোলাম হোসেন । তিনি মাদ্রাসার অবদান ও কিভাবে এই মাদ্রাসা তৈরি হয়েছিল সেই নিয়ে আলোচনা করেন এবং মাদ্রাসায় শিক্ষকের অভাব নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সংবর্ধনা প্রদান করা হয় উক্ত মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র বর্তমান মেডিক্যাল পড়ুয়া জাহির খান কে সংবর্ধনা দেওয়া হয় আপনজন প্রতিনিধিকেও।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুফতি গোলাম হোসেন, জমিদাতা বালিজান বিবি ও নূর আমিন ভুঁইয়া, রাজপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুল আজিজ আলম, নতুনগ্রাম আহমদীয়া হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় মহান্তি, সম্মেলনী হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আজিজুল আলম খান প্রমুখ। লালবাঁধ হোসেনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা মোঃ ইনসান আলি খান সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আমি পর্যাপ্ত শিক্ষক পেলে আমি জেলা নয় রাজ্যের মডেল করে মাদ্রাসা করে দেব ইনশাআল্লাহ ।

সারা বিশ্বর কল্যানের জন্য দুয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘটে শেষ মোনাজাত করনে জনাব হেফাযুল্লাহ।

পথ কুকুরদের মৃত্যু রুখতে 'কলার বেল্ড'

তাপস রায় ● কলকাতা

আপনজন: বেহালা .না এ করুণ আবেদন কোন মানব সংগঠনের নয় এ আর্তি যেন বেশ কিছু সারমেয় কথা অর্থাৎ রাস্তার ধারে শুয়ে বসে বা ঘুরতে থাকা একদল কুকুরের।

বলতে না পারা এই রাস্তার ধারে কুকুরদের যে কি করুন পরিস্থিতি হয় তা বেশীর ভাগ সকাল হলে চোখে পড়ে স্থানীয় মানুষ জনের। যার কারণ হল গতিতে চলা যানবাহন আরোহী বেশীর ভাগ সময় লক্ষ্য করতে পারে না এই পথের ধারে শুয়ে বা দাঁড়িয়ে থাকা এই সমস্ত কুকুর দের।যার ফল তাদের গাড়ির গতি এদের চাপা দেয় আবার কখনও সখনও বেশ আহত করে দেয় ।এই সমস্ত অবাঞ্ছিত ঘটনা থেকে কুকুর দের কে রক্ষা করতে সম্প্রতি দেখা গেল দক্ষিণ কলকাতায় বেশ কিছু এলাকায় এক প্রকার 'কলার বেল্ড' পরাতে এনিম্যাল পিপল এলিয়েন্স কলকাতা নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে। এই কলার বেল্টে লাগানো একধরনের রেডিয়াম দূর থেকে গাড়ির চালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে আর রক্ষা পাবে পথের ধারে থাকা বহু সারমেয়রা।

মন্দিরে চুরি রাতের অন্ধকারে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: রাতের অন্ধকারে এলাকার একটি প্রাচীন মঠের মন্দিরের তালা ভেঙ্গে বিগ্রহের গহনা সহ প্রণামী বাক্সের টাকা চুরি করে নিয়ে গেলো দুষ্কৃতীরা। চুরির ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটি থানার জগধারী গ্রামের মহানির্বাণ মঠে। আজ সকালে মঠের কর্মচারীরা চুরির বিষয়টি জানতে পারেন। তারা দেখেন মন্দিরে থাকা বিগ্রহের গহনা নেই। ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেখানে থাকা প্রণামী বাক্স। এরপর চুরির বিষয়টি পুলিশে জানানো হয়। খবর পেয়ে নলহাটি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। মঠে থাকা সিসি টিভি ক্যামেরার তার কেটে দেয় চোরেরা।

জেলা বইমেলাকে কেন্দ্র করে চলছে শেষ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: জ্ঞানের রহস্যময় ভাণ্ডার হলো বই। হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি। তারপরেই বইয়ের সমুদ্রে ডুব দেবে জেলার বই প্রেমীরা। বইমেলা থেকে নিজের পছন্দের বই কিনতে অপেক্ষা করতে হবে আর মাত্র কয়েকটা দিন।

জানাগিয়েছে, আগামী ৩০ ডিসেম্বর থেকে বালুঘাট হাইস্কুল প্রাঙ্গণে শুরু হতে চলেছে ২৮ তম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বইমেলা। চলবে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। উদ্বোধন করবেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। প্রধান অতিথি হিসেবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, বিশেষ অতিথি হিসেবে মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর রেঞ্জের ডিআইজি (আইপিএস) প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল সহ অন্যান্য আধিকারিক ও জন প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকারের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক, দক্ষিণ দিনাজপুরের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এবারের বইমেলার থিম 'ভাষা শিখব বই লিখব'।

বইমেলাকে কেন্দ্র করে প্রত্যহ থাকছে আলোচনা সভা, কবি সম্মেলন ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা। এছাড়াও প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবারে বইমেলায় বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে, 'কেন লিখব-কিভাবে লিখব' বিষয়ে আলোচনা সভা। স্বরচিত অনুগল্প লিখন এবং স্বরচিত কবিতা লিখন প্রতিযোগিতা। পাশাপাশি থাকছে কুইজ প্রতিযোগিতা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের পক্ষ থেকে সাইবার সচেতনতা বিষয়ে আলোচনা সভা। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, এবছরের বইমেলা এক অন্যরকম মাত্রা পেতে চলেছে। স্টলের সংখ্যাও এ বছর বাড়তে পারে। সবমিলিয়ে প্রায় ৮০-৮৫ স্টল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। বর্তমান সমাজ বিশেষ করে তরুণরা পুস্তক বিমুখতা থেকে বেরিয়ে বইমেলা প্রাঙ্গণ থেকে নতুন নতুন বই সংগ্রহ করবে এবং বই পড়ে জ্ঞানের সাগরে ডুবে থাকবে এই প্রত্যাশাই করছেন আয়োজকরা।

এবিষয়ে জেলা গ্রন্থাগারিক অনুপ কুমার মন্ডল জানান, '২৮ তম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বইমেলাকে কেন্দ্র করে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। এই প্রথম এবারের বইমেলায় সাংবাদিকদের জন্য স্টল থাকছে। পাশাপাশি থাকছে জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে তৈরি একটি চিত্র প্রদর্শনী। বই মেলার শুভ সূচনা লগ্নে 'বই এর জন্য হাঁটুন' এই বার্তাকে সামনে রেখে থাকছে বর্ণাঢ্য পদযাত্রা।'

শিকল তুলে তৃণমূল নেত্রীর বাড়িতে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: শীতের রাতে বাড়িতে সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।এমন সময় বাড়ির পিছন দিকের দরজার শিকল তুলে রেখা গিরির বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।আগুন লাগার ঘটনা টের পেতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পরিবারের লোকজনের মধ্যে।তাড়াহুড়ো করে কোনওক্রমে বাড়ির সদস্যরা বাইরে বেরিয়ে আসেন।ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মারিশদা থানার পশ্চিম কামারদা গ্রামে।পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন রেখা গিরি।পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রতি হিংসা! না,অন্য কিছু?গভীর রাতে রেখা গিরির বাড়িতে আগুন লাগালো কে বা কারা।এখনও স্পষ্ট নয়। যদিও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। অভিযোগের তির বিজেপির দিকে।আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় গোটা বাড়ি এবং ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি,হিংসার বশবর্তী হয়েই কেউ এই আগুন ধরিয়েছে।ঘটনার অভিযোগ পেয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে মারিশদা থানার পুলিশ।পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল প্রার্থী হওয়া রেখা গিরির বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার মানুষজন। দোষীদের গ্রেপ্তারির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে,পঞ্চায়েত নির্বাচন জয়ের পরেই গোটা এলাকায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে বিজেপি। এই ঘটনা তারই ফল। যদিও তৃণমূলের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

রাতে কম্বল বিতরণ কেশপুরের বিডিও-র

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: নজিরবিহীন উদ্যোগ কেশপুর ব্লক প্রশাসনের। মঙ্গলবার রাত্রে কেশপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে দু:স্থ অসহায় শীতার্ত মানুষদের কম্বল বিতরণ করলেন কেশপুরের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কৌশিষ রায় ।

সঙ্গে ছিলেন কেশপুরের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌমিক সিংহ।এদিন কেশপুরের পুরনো বাসস্ট্যান্ড, নতুন বাস স্ট্যান্ড হসপিটাল মোড়, কলাগ্রাম, সরিষাকোলা সহ বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায় বসবাসকারী ৩০এর অধিক দু:স্থ শীতার্ত ব্যক্তির হাতে কম্বল তুলে দিলেন তাঁরা।

কেশপুরের বিডিও কৌশিষ রায় বিভিন্ন গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কম্বল বিতরণ সহ সাধারণ মানুষজনের কাছে জানছেন সরকারি পরিষেবা ঠিকমত পাচ্ছেন কিনা। এমন উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন নেটিজেনরা।

জয়নগরে ধিক্কার মিছিল

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর এক নম্বর ব্লকে দক্ষিণ বারাসত অঞ্চলের দক্ষিণ বারাসত টি এম সি পার্টির অফিসের আজ বেলা তিন টার সময় জয়নগরে কেন্দ্রের বিধায়ক শিক্ষক বিশ্বনাথ দাস এর নির্দেশে জয়নগর এক নম্বর ব্লকে তৃনমুল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাসের নেতৃত্বে, বিজেপির স্বামী বিবেকানন্দের অপমান করার প্রতিবাদে ধিক্কার ও প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

জয়নগর এক নম্বর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পরিচালনায় পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে, উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ১ নম্বর ব্লক

তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শামীম আহমেদ ঢালী, অঞ্চলের যুব সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রধান উপপ্রধান সদস্য সদস্যরা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, প্রতিমান মিছিল শুরু হয়েছে দক্ষিণ বারাসাত গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে হইতে, দক্ষিণ বারাসাত স্টেট ব্যাংক হইতে বারাসাত অটো স্ট্যান্ড পর্যন্ত।

ময়ূরপঙ্খী-র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বেবি চক্রবর্তী ● কলকাতা

আপনজন: বিপ্লবী নলিনী গুহ সভাগৃহে অসম্প্রতি বিপ্লবী নলিনী গুহ সভাগৃহে কলকাতা আন্তর্জাতিক বই মেলা ২০২৪ উপলক্ষে এক মনজ্ঞ সংস্কৃতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ময়ূরপঙ্খী প্রকাশন নিবেদিত এদিনের অনুষ্ঠানে এক গুচ্ছ বইপ্রকাশ, বক্তৃতা, সংগীত পরিবেশন এবং কবিতা পাঠের পাশাপাশি বেশ কিছু গুণীজনকে সংবর্ধিত করা হয়। অধীর কুমার রায়ের নীল খামের চিঠি, অরুনিমা চ্যাটার্জির সাঁজ বিকালের কথা, শুক্লা গাঙ্গুলির এলোমেলো, গৌরব সেনের গামছাওয়ালা, সুবীর নাগ চৌধুরীর বিয়াল্লিশ ছড়া আনন্দে মোরা, শিলা সোম-এর কবিতায় রঙের বাহার, গোপা সোম এর পশু পাখির দরবার এবং পাপান সমগ্র প্রভৃতি বই প্রকাশিত হয় এদিন। এছাড়া দর্শকের করতালির মধ্য দিয়ে রেখা রায়ের রহস্যময় প্রেম নামাঙ্কিত বইয়ের প্রচ্ছদ উন্মোচিত হয়। ময়ূরপঙ্খী প্রকাশন নিবেদিত এই অনুষ্ঠানে একগুচ্ছ সংকলন বইও প্রকাশিত হয়।

ফুটবলে নিষিদ্ধ হতে পারে ব্রাজিল

আপনজ ডেস্ক: সময়টা ভালো যাচ্ছে না ব্রাজিল ফুটবল জাতীয় দলের। লাতিন আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ধুঁকতে থাকা সেলেসাওরা এবার পড়েছে নিষেধাজ্ঞার হুমকিতে। ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে বাইরের হস্তক্ষেপ থাকায় এই হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা।

গত বছরের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পান এদনালদো রদ্রিগেজ। তবে ওই নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগে গত ৭ই ডিসেম্বর তাকে ছাঁটাইয়ের নির্দেশ দেয় রিও ডি জেনেইরোর আদালত। আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, ২০২২ সালে সিবিএফ ও রিও ডি জেনেইরোর কেঁসুলিদের মধ্যে যে চুক্তির ভিত্তিতে রদ্রিগেজ সভাপতির দায়িত্ব নেন সেটিকে অবৈধ ঘোষণা করেছে আদালত। একইসঙ্গে এদনালদোর নিয়োগ দেয়া অন্য কর্মকর্তাদেরও বহিষ্কার করা হয়। একজন প্রশাসককে ফেডারেশনের দায়িত্বও দেয়া হয় এবং তার অধীনে (দায়িত্ব হস্তান্তরের) ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশও দেয় আদালত। ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন বরখাস্ত হওয়া সভাপতি এদনালদো রদ্রিগেজ। কিন্তু সেখানেও আদালতের রায় বহাল রাখা হয়। এরপরই নড়েচড়ে বসে ফিফা।

সিবিএফকে পাঠানো বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার সতর্কবার্তায় বলা হয়, সিবিএফের বাইরের হস্তক্ষেপ বন্ধ না হলে বোর্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হতে পারে। আর তা হলে ব্রাজিল জাতীয় দল এবং দেশটির কোনো ক্লাব আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না।

ব্রাজিলিয়ান গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ফিফার হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করলে ব্রাজিল ফুটবল দল নিষিদ্ধ হবে। এতে আগামী বছর আমেরিকাে অনুষ্ঠিতব্য কোপা আমেরিকায় অংশগ্রহণ বাতিল হতে পারে সেলেসাওদের। তাছাড়া ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলাও পড়বে অনিশ্চয়তায়।

সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে পাঁচ উইকেটে ‘৫০০’ রাবাদার, লড়ছেন একা রাহুল

আপনজন ডেস্ক: সেঞ্চুরিয়নে সুপারস্পোর্ট পার্কে বৃষ্টিবিঘ্নিত দিনে ৮ উইকেটে ২০৮ রান তুলে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে ভারত। প্রথম দিনে মাত্র ৫৯ ওভারের খেলা হয়েছে। তাতে ৭০ রানে অপরাজিত থাকা লোকেশ রাহুলকে ছাপিয়ে গেছেন ৫ উইকেট নেওয়া কাগিসো রাবাদা। সপ্তম দক্ষিণ আফ্রিকান বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫০০ উইকেটের মাইলফলকও ছুঁয়েছেন ২৮ বছর বয়সী এ পেসার।

বক্সিং ডেতে স্যাঁতসেঁতে পিচের কারণে সকালের সেশনে খেলা শুরু হতে ৩০ মিনিট দেরি হয়। উইকেট থেকে স্বাভাবিকভাবেই সহায়তা পান দক্ষিণ আফ্রিকার চার পেসার। রাবাদার পাশাপাশি উইকেট পেয়েছেন ন্যান্দ্রে বার্গার ও মার্কো ইয়ানসেন। অবশ্য ক্যাচ নিতে পারলে ভারতকে প্রথম দিনই অলআউট করে দিতে পারত দক্ষিণ আফ্রিকা। স্বাগতিকরা প্রথম দিনে দুঃসংবাদও পেয়েছে।

মধ্যাহ্নভোজের আগে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। এরপর আর মাঠে নামেননি। দক্ষিণ আফ্রিকার টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে জানানো হয়েছে, ‘এই ম্যাচে তিনি আর অংশ নিতে পারবেন কি না, তা প্রতিদিন মেডিকেল চেকআপের মাধ্যমে ঠিক করা হবে।’ প্রথম সেশনে ১১.১ ওভারের মধ্যে টপ অর্ডারের তিন ব্যাটসম্যানকে হারায় ভারত। যশস্বী জয়সোয়াল (১৭) ও শুবমান গিলকে (২) তুলে নেন বার্গার। ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে (৫) তুলে নেন রাবাদা। পিচ কতটা পেসসহায়ক ছিল তা বোঝা যায়, এ সময়ের মধ্যে ভারতের ব্যাটসম্যানদের ১৭টি ফলস (আলগা) শট খেলায়। চতুর্থ উইকেটে বিরাট কোহলি ও শ্রেয়াস আইয়ারের ৬৮ রানের জুটিটাই এখন পর্যন্ত তাদের ইনিংসে সর্বোচ্চ। ৩৮ রান করা কোহলিকে উইকেটের পেছনে ক্যাচ বানান রাবাদা। শ্রেয়াসকে (৩১) করেছেন বোল্ড। চা-বিরতির আগেই ১৭৬ রান তুলতে ৭ উইকেট হারানো ভারতের ইনিংসের বাকি গল্পটা লিখেছেন রাহুল। শার্দূল ঠাকুরের সঙ্গে ৪৩ এবং যশপ্রীত বুমরার সঙ্গে ২৭ রানের জুটি গড়েন। বৃষ্টি এবং আলোর স্বল্পতায় খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে মোহাম্মদ সিরাজের সঙ্গে রাহুলের জুটি অবিচ্ছিন্ন ছিল ১৭ রানে। রাবাদা মধ্যাহ্নভোজ বিরতির আগে উইকেট পেলেও আগুনে হয়ে ওঠেন এরপর। দ্বিতীয় সেশনের শুরুর ওভারেই ফেরান শ্রেয়াস আইয়ারকে। এ সময়ে পাঁচ ওভারের স্পেলে কোহলিকেও তুলে নিয়ে বিপর্যয় ঘটান ভারতের মিডল অর্ডারে। টেস্ট ক্রিকেটে এ নিয়ে ১৪তমবার ইনিংসে ৫ উইকেট পেলেও ভারতের বিপক্ষে পেলেন প্রথমবার। ৮ উইকেট এবং ৩১টি বাউন্ডারির দিনে পিচ থেকে বাউন্স পেয়েছেন প্রোটিয়া পেসাররা। কোহলি এর শিকার হয়েই উইকেট দিয়েছেন। তবে এর মধ্যেও দারুণ সব স্ট্রোক খেলেছেন রাহুল। ২ ছক্কা এবং ১০ চারে সাজানো তাঁর ৭০ রানের এই ইনিংসে দারুণ কয়েকটি পুল এবং হুক শট ছিল। সেঞ্চুরিয়নে বক্সিং ডে টেস্টে খেলতে সম্ভবত পছন্দ করেন রাহুল। এর আগে ২০২১ সালে এই মাঠে বক্সিং ডেতে শুরু হওয়া টেস্টের প্রথম দিনেই শতক পূর্ণ করেছিলেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
ভারত ১ম ইনিংস: ৫৯ ওভারে ২০৮/৮ (রাহুল ৭০*, কোহলি ২৮, শ্রেয়াস ৩১; রাবাদা ৫/৪৪, বার্গার ২/৫০, ইয়ানসেন ১/৫২)।

ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলতে মুজিব, নাভিন ও ফারুকিকে অনুমতি দেবে না আফগানিস্তান

আপনজন ডেস্ক: দেশের বাইরে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ খেলায় মুজিব উর রহমান, ফজলহক ফারুকি ও নাভিন উল হককে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। গতকাল বোর্ডের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আফগানিস্তানের হয়ে খেলার চেয়ে তাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েছেন।’ আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এই তিন ক্রিকেটারের সঙ্গে ২০২৪ সালের কেন্দ্রীয় চুক্তি করার অপেক্ষায় আছে। বোর্ড এর পাশাপাশি আরও ঘোষণা করেছে, আগামী দুই বছর দেশের বাইরে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলার জন্য এই তিন ক্রিকেটারকে অনাপত্তিপত্র (এনওসি) দেওয়া হবে না। এ ছাড়াও তাঁদের বর্তমান অনাপত্তিপত্রও বাতিল করা হয়েছে। এসিবির বিবৃতি অনুযায়ী, তিন ক্রিকেটার বোর্ডের কাছে ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হতে যাওয়া কেন্দ্রীয় চুক্তির বাইরে থাকার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ খেলার অনুমতিও চেয়েছেন তাঁরা বোর্ডের কাছে। এসিবির বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আফগানিস্তানের হয়ে খেলা, যেটিকে জাতীয় দায়িত্ব হিসেবে মনে করা হয়, সেটির চেয়ে তাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন বেশি এবং এসব খেলোয়াড়ের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে রাজি না হওয়ার কারণ হলো বাণিজ্যিক লিগগুলো। তাঁরা সরে যেতে চাওয়ায় আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এসব খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’

আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এর আগে বিষয়টি তদন্তে একটি কমিটি নিয়োগ দিয়েছিল। ‘এসিবির স্বার্থে সেরা পদক্ষেপটি নিতে বিষয়টি পুরোপুরি তদন্তের’ পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। বোর্ডের বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘জাতীয় দায়িত্বকে গুরুত্ব দিয়ে, মূল্যবোধ এবং আদর্শকে সমুন্নত রেখে এই সিদ্ধান্ত নিল আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখার যে মূল্যবোধ ও আদর্শ আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের, সে বিষয়ে সব খেলোয়াড়ের গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারে আলোকপাত করল এই সিদ্ধান্ত।’

আফগান তারকা স্পিনার মুজিবকে আইপিএল নিলামে ২ লাখ ৪১ হাজার ডলারে কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। মুজিব এখন মেলবোর্ন রেনেগেডসের হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় বিগব্যাশ খেলছেন। নাভিন উল হক আইপিএলে লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসে আছেন এবং ফজলহক ফারুকিকে ধরে রেখেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। আফগানিস্তানের হয়ে তিন ক্রিকেটারই গত অক্টোবর-নভেম্বর ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে খেলেছেন।

দ্বিগুণ বেতনে ওসিমেনের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন নাপোলির

আপনজ ডেস্ক: ৩৩ বছরের অপেক্ষা ফুরিয়ে গত মৌসুমে লিগ শিরোপা ঘরে তুলে নাপোলি। ইতালির চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে বড় অবদান রাখেন নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড ভিক্টর ওসিমেন। ৩২ ম্যাচ খেলে করেছিলেন ২৬ গোল। ২৪ বছর বয়সী এই ফুটবলারের সঙ্গে চুক্তিও বাড়িয়ে নিয়েছে নাপোলি। ২০২৬ সাল পর্যন্ত খেলবেন এই ক্লাবের জার্সিতেই। বাড়ানো হয়েছে বেতনও।

ইতালিয়ান গণমাধ্যমের খবর, আগের চেয়ে দ্বিগুণ বেতন পাবেন তিনি।

গত মৌসুম স্বপ্নের মতো কেটেছে ওসিমেনের। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে করেন ৩১ গোল। এতে ইতালি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সেরা ফুটবলারের মুকুট পড়েন এই ফরোয়ার্ড। চলতি মৌসুমেও ছন্দে আছেন তিনি। লিগে ১৩ ম্যাচে করেছেন ৭ গোল। ওসিমেনের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে সামাজিক মাধ্যমে নাপোলি লিখেছে,’ভিক্টো ও নাপোলি ২০২৬ পর্যন্ত একসঙ্গে।’ আগের চুক্তিতে ২০২৫ পর্যন্ত নাপোলিতে থাকার কথা ছিল। তবে বেতন বাড়িয়ে সেটা আরো এক বছর বাড়িয়ে নিল ইতালিয়ান ক্লাবটি।

২০২৪ এমএলএসে সব ম্যাচ খেলতে পারবেন না মেসি

আপনজ ডেস্ক: গত জুলাইয়ে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন লিওনেল মেসি। ২০২৩ মেজর লীগ সকারের (এমএলএস) মৌসুমের মাঝে আমেরিকাে পাড়ি জমানোয় আর্জেন্টাইন সুপারস্টারকে সবকটি ম্যাচ খেলাতে পারেনি ডেভিড বেকহ্যামের ক্লাব। সঙ্গে চোট সমস্যার কারণে এমএলএসের গত মৌসুমে মাত্র ৬টি ম্যাচ খেলেন মেসি। ২০২৪ সালেও বিশ্বকাপ জয়ী তারকাকে পুরো মৌসুমে পাবে না ‘পিঙ্ক লেড’রা। স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা জানিয়েছে, লীগের বেশ কয়েকটি ম্যাচে মেসিকে পাবে না ইন্টার মায়ামি। এমএলএসের এক মৌসুমে অংশ নেয়া দলগুলোর প্রত্যেকে ৩৪টি করে ম্যাচ খেলে। মার্কার প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত হবে লাতিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। আন্তর্জাতিক ব্যস্ততার কারণে ইন্টার মায়ামির হয়ে অন্তত ৭টি ম্যাচ মিস করবেন মেসি। আগামী ২০শে জুন শুরু হবে কোপা আমেরিকার ৪৮তম আসর। শেষ হবে ১৪ই জুলাই। প্রায় এক মাসব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য টুর্নামেন্টের আগে ক্যাম্পিং এবং প্রস্তুতি নিয়ে জাতীয় দলের সঙ্গেই ব্যস্ত থাকবেন মেসি। মেসি কোন ম্যাচগুলো মিস করতে পারেন, তার তালিকাও প্রকাশ করেছে মার্কা। ১৬ই মার্চ ডিসি ইউনাইটেড, ২৩শে মার্চ নিউইয়র্ক রেড বুলস, ১৫ই জুন ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়ন, ১৯শে জুন নাশভিলে, ৩রা জুলাই শারলোটে এবং ৬ই জুলাই এফসি সিনসিনাটির বিপক্ষে ম্যাচ মিস করতে পারেন মেসি।

সদ্য ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন লিওনেল মেসির পুরনো বন্ধু লুইস সুয়ারেজ। উরুগুয়ের কোপা আমেরিকা দলে ডাক পেলে এই ফরোয়ার্ডও মিস করতে পারেন ম্যাচগুলো। আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে রিয়াল সল্ট লেকের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এমএলএসের নতুন মৌসুম শুরু করবে ইন্টার মায়ামি। সেই ম্যাচটি খেলতে পারেন লিওনেল মেসি-লুইস সুয়ারেজরা।

জুতায় দুই মেয়ের নাম লিখে উসমান খাজার অন্য রকম প্রতিবাদ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে যুদ্ধবিরোধী ও মানবাধিকারের স্লোগানসংবলিত জুতা পরে পার্থ টেস্টটা খেলতে চেয়েছিলেন উসমান খাজা। অস্ট্রেলিয়ার ওপেনারকে সেটি করতে দেয়নি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা আইসিসি। শেষ পর্যন্ত কালো বাহুবন্ধনী পরেই টেস্টটা খেলতে নেমেছিলেন খাজা। খেলায় ‘রাজনীতি’ মেশানোয় আইসিসি তিরস্কারও করে তাঁকে।

এরপর আজ মেলবোর্নে শুরু হওয়া অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্টটা জুতায় শান্তির প্রতীক পায়রার স্টিকার লাগিয়ে খেলতে চেয়েছিলেন খাজা। আইসিসির আপত্তিতে সেটিও পারেননি। তবে একদম সাদা জুতা পরে আজ ব্যাটিংয়ে নামেননি খাজা, প্রতিবাদের জন্য একটু অন্য রকম উপায় বেছে নিয়েছেন। নিজের দুই মেয়ে আয়েশা ও আয়লার নাম লিখেছেন জুতায়। পার্থ টেস্টে তাঁকে প্রতিবাদের স্লোগান লিখতে আইসিসির আপত্তির পর খাজা বলেছিলেন, ‘যখন আমি দেখি হাজার হাজার নিরপরাধ শিশু মারা যাচ্ছে, ওই জায়গায় আমি আমার দুটি মেয়েকে কল্পনা করি। কী হতো যদি ওখানে ওরা থাকত?’

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী নিক হকলি আজ মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টেস্ট শুরুর আগে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন খাজাকে নিয়ে, ‘আমরা উজির (উসমান খাজা) সঙ্গে বসেছিলাম। চেয়েছিলাম এমন কিছু খুঁজে বের করার, যেটা কিনা নিরপেক্ষ, ধর্মনিরপেক্ষ ও অরাজনৈতিক হবে। সেভাবেই শান্তির প্রতীক পায়রার কথা মাথায় আসে। কিন্তু আইসিসি হয়তো বিষয়টা নিয়ে আরও গভীরভাবে চিন্তা করেছে।’

খাজা গতকাল রাতে নিজের ইনস্টাগ্রামে একটি রিল পোস্ট করেছেন, যেখানে অন্য খেলোয়াড়দের বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন বা প্রতীকসংবলিত ক্রিকেট সরঞ্জামের ছবি দিয়ে লিখেছেন, ‘সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছা। কিছু সময় আপনার হাসা ছাড়া উপায় থাকে না। বক্সিং ডেতে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। #ইনকনসিসটেন্ট (স্ববিরোধিতা) #ডাবলস্ট্যান্ডার্ডস (দ্বিচারিতা)’।

মেলবোর্নে আজ ৪২ রান করে আউট হয়েছেন উদ্বোধনী জুটিতে ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে ৯০ রানে জুটি গড়া খাজা।

স্টিভ ওয়াহকে পেছনে ফেললেন ওয়ার্নার, সামনে শুধু পন্টিং

আপনজন ডেস্ক: মেলবোর্ন টেস্টে নিজের প্রথম ইনিংসে সুবিধা করতে পারেননি ডেভিড ওয়ার্নার। সাজঘরে ফেরেন চল্লিশ ছোঁয়ার আগে। ইনিংস রাঙাতে না পারলেও অল্প সংগ্রহেই লেজেন্ডারি ব্যাটার স্টিভ ওয়াহকে পেছনে ফেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় দুইয়ে উঠে যান ওয়ার্নার। তার সামনে শুধু কিংবদন্তি উইকেটরক্ষক ব্যাটার রিকি পন্টিং। পাকিস্তানের বিপক্ষে পার্থ টেস্টে ১৬৪ রান করেন ডেভিড ওয়ার্নার। তাতে সব সংস্করণ মিলিয়ে অজি ওপেনার ১৮ হাজার ৪৭৭ রান নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকদের তালিকায় তিনে ছিলেন। ডেভিড ওয়াহর রান ১৮ হাজার ৪৯৬। অর্থাৎ, মেলবোর্নে ২০ রান করলেই তাকে পেছনে ফেলার সুযোগ ছিল ওয়ার্নারের। গতকাল মেলবোর্ন টেস্টের প্রথম দিনে ৮৩ বলে ৩ বাউন্ডারিতে ৩৮ রান করেন তিনি। এতে ছাড়িয়ে যান ওয়াহকে। ওয়ার্নারের রান এখন ১৮ হাজার ৫১৫। দ্বিতীয় ইনিংসে দ্বিতীয় স্থানটা আরো সমৃদ্ধ করে নিতে পারবেন তিনি। শীর্ষে থাকা রিকি পন্টিং ১৯৯৫ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ৬৬৭ ইনিংস ব্যাট করে ২৭ হাজার ৩৬৮ রান সংগ্রহ করেন। অর্থাৎ, পন্টিংকে পেছনে ফেলতে আরো ৮ হাজার ৮৫৩ রান প্রয়োজন ওয়ার্নারের। ইতোমধ্যে টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অজি ওপেনার। পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজই সাদা পোশাকের শেষ সিরিজ ওয়ার্নারের। অর্থাৎ, সর্বকালের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় রিকি পন্টিংকে পেছনে ফেলতে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির সাহায্য নিতে হবে ওয়ার্নারকে। তালিকার চারে অ্যালান বোর্ডার। ১৯৭৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ৪২৯ ম্যাচ খেলে ১৭ হাজার ৬৯৮ রান করেন তিনি। পঞ্চম মাইকেল ক্লার্ক। সাবেক এই অজি অধিনায়কের রান ১৭ হাজার ১১২।

মার্সেলোর ছেলেকে বড়দিনের উপহার রোনালদোর

আপনজ ডেস্ক: ‘সতীর্থের চেয়েও বেশি কিছু, ভাই...’–মার্সেলোর রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে যাওয়া মোটামুটি নিশ্চিত হওয়ার পর গত বছর জুনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই পোস্ট করেছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। রোনালদো তার চার বছর আগে রিয়াল ছাড়লেও সাবেক সতীর্থের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গভীরতা আরও বেশি। রিয়ালে দুজনের বন্ধুত্ব বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছিল এবং সেই বন্ধুত্ব টিকে আছে এখনো। এবার বড়দিনে যেমন মার্সেলোর ছেলেকে উপহার পাঠিয়েছেন আল নাসর তারকা। রিয়ালের হয়ে ছয়বার লিগ এবং পাঁচবার চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী এই তারকার ঘর আলো করে দ্বিতীয় ছেলে লিয়াম আলভেজ জন্ম নেয় ২০১৫ সালে। গতকাল নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে করা একটি পোস্ট লিয়াম রোনালদোর উপহার পাওয়ার কথা জানিয়েছে। উপহারটি হলো আল নাসরে রোনালদোর ৭ নম্বর জার্সি। সে জার্সিটি সই করে লিয়াম আলভেজকে পাঠিয়েছেন রোনালদো। এ উপহার পেয়ে ভীষণ খুশি লিয়াম ইনস্টাগ্রামে করা পোস্টে লিখেছে, ‘ক্রিস, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমার আদর্শ।’

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**